www.BANGLAKITAB.com

এমতাবস্থায় বলিয়া ফেলা বিচিত্র নহে যে, "বেহেশ্‌তের সেসমস্ত নেয়ামত তুমিই গ্রহণ করিও; আমার খাদ্য এখানে আনিয়া দাও, সর্বাগ্রে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করি।" কিন্তু শায়খ ছাহেবের স্ত্রীর অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তাঁহার নিকট অলঙ্কার-পত্র আর কি থাকিবে? কেবলমাত্র এক ছড়া চাঁদির হার ছিল, তাহাও এই উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছিল যে, পুত্র মাওলানা রুক্‌নুদ্দীনের বিবাহে দুই-চারি জন মেহ্‌মান আসিলে উহা বিক্রয় করিয়া দুই-এক বেলা তাঁহাদের মেহমানদারী চলিবে। কিন্তু হযরত শায়খের নিকট এই সামান্য অলঙ্কারটুকুও অপছন্দনীয় ছিল, কাজেই তিনি সর্বদা উহা হাতছাড়া করিয়া ফেলার জন্য বিবি ছাহেবাকে তাগাদা করিতেন। বিবি ছাহেবা তখন উপরোক্ত কারণ দর্শাইতেন। দেখুন, কেমন আল্লাহ্‌র বাঁদী! তবুও একথা বলেন নাই যে, "আমার নাকে-কানেও ও সামান্য কিছু অলঙ্কার থাকা দরকার, আমি তো মেয়ে মানুষ।" সোব্‌হানাল্লাহ্‌! কেমন অল্পে তুষ্ট এবং সহিষ্ণু ছিলেন তাঁহারা।

এ সমস্ত মহামানব এই কারণে এত দুঃখ-কষ্ট অম্লান-বদনে সহ্য করিতে পারিতেন যে, তাঁহারা দুনিয়াকে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান মনে করিতেন না এবং এই জন্যই কোন সময় কোন কিছু ক্ষতি হইয়া গেলে তজ্জন্য তাঁহারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতেন না। বস্তুত আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু ঘটিলেই মানুষের মনে দুঃখ ও চিন্তা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন বস্তু সম্বন্ধে এরূপ আশা পোষণ করে যে, ইহা কখনও আমার হস্তচ্যুত হইবে না, হাতছাড়া হইলে সেই বস্তুর জন্যই দুঃখ হইতে পারে। অন্যথায় কোনই চিন্তা হওয়া উচিত নহে। তবে হাঁ, অধিকৃত কোন বস্তু হাতছাড়া হইলে স্বভাবত একটু চিন্তা হয় বৈকি? তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা, আমি অধীরতা ও অস্থিরতামূলক চিন্তা হইতে বারণ করিতেছি। দুনিয়াকে নিজের বাসস্থান বলিয়া যাহারা মনে করে এবং যাহারা মনে করে না তাহাদের মধ্যে ইহাই হইল পার্থক্য। এই মর্মে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে সম্ভবত আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যাবতীয় অনর্থের মূল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও অনুরাগ, উহা অন্তর হইতে বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক।

দুনিয়ার মহব্বত কমাইবার উপায়ঃ উহার পন্থা এই যে, অধিক পরিমাণে আখেরাতের কথা স্মরণ করুন, তাহাতেই দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হইতে দূরীভূত হইবে। আবার আখেরাতের নেয়ামতের প্রতি মহব্বত এবং তথাকার শাস্তির ভয় এইরূপে হৃদয়ে উৎপন্ন করুন যে, নির্জন স্থানে বসিয়া চিন্তা করুন, আমাকে মরিতে হইবে এবং আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হইতে হইবে। অতঃপর একদিন যাবতীয় কাজ-কর্মের নিকাশ দিতে হইবে। যদি নিকাশের অবস্থা ভাল হয়, তবে বহু উচ্চস্তরের নেয়ামতসমূহ পাওয়া যাইবে। অন্যথায় ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আর নফ্‌সকে বলুন, হে নফ্‌স! তোমাকে এই দুনিয়া ত্যাগ করিয়া পরজগতে গমন করিতে হইবে। কবরে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ভাল উত্তর দিতে পারিলে তোমার ভাগ্যে অনন্ত শান্তি আছে, অন্যথায় অনন্তকালের জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর কিয়ামতে তোমাকে পুনরায় হাশরের মাঠে যাইতে হইবে। তথায় সেদিন আমলনামাসমূহ উড়াইয়া দেওয়া হইবে। (যাহা নিজ নিজ হাতে যাইয়া পড়িবে।) তোমাকে পুলসেরাত অতিক্রম করিতে হইবে। অতঃপর তোমার সম্মুখে হয়তো বেহেশ্‌ত হইবে অথবা দোযখ হইবে। এইরূপে প্রত্যহ চিন্তা করিতে থাক, ইহাতেই আখেরাতের সহিত মনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং দুনিয়ার মহব্বত ক্রমশ কমিতে

www.BANGLAKITAB.com

থাকিবে। কেহ মনে করিতে পারেন, মৃত্যুর ধ্যান করিলে উহাতে মন ভীত হইবে এবং ঘাবড়াইয়া যাইবে। তজ্জন্য এই উপায় অবলম্বন করিবেন; মন ঘাবড়াইতে আরম্ভ করিলে খোদার রহমতের কথা স্মরণ করিবেন এবং একথা চিন্তা করিবেন যে, বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা এত ভালবাসেন যে, মাতাও তাহার শিশুকে তত ভালবাসেন না। সুতরাং তাঁহার নিকট যাইতে ভয় করিবার বা ঘাবড়াইবার কিছুই নাই।

এরূপ ধ্যানের পরেও যদি কোন সময় দুনিয়ার প্রতি অন্তরে আগ্রহ উৎপন্ন হইয়া গোনাহের কাজ করিবার ইচ্ছা হয় এবং কোন পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, তবে উক্ত পাপ কার্য হইতে তওবা করিয়া পুনরায় নূতনভাবে চিন্তা আরম্ভ করিয়া দিন। তওবাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য ইহাও আবশ্যক যে, কাহারও কোন হক দেনা থাকিলে অতিসত্বর উহা পরিশোধ করিয়া ফেলুন। ইহাতে ইন্‌শাআল্লাহ্, সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

অতঃপর ইন্‌শাআল্লাহ্, আপনারা পরলোকের অনন্ত শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিতে থাকিবেন। আখেরাতের আগ্রহ অন্তরে উৎপন্ন হওয়ার জন্য আমি "শওকে ওয়াতান" নামে একটি কিতাব রচনা করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

অদ্যকার পূর্ণ বক্তব্যের সারমর্ম এই হইল যে, সংসারাসক্তি একটি মারাত্মক ব্যাধি। ইহার এক-মাত্র ঔষধ মৃত্যুর ধ্যানকালীন ভয় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্মরণ করা এবং আখেরাতের আকর্ষণ শক্তিশালী করার জন্য "শওকে ওয়াতান" নামক কিতাবটি পাঠ করা।

এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি, আশা করি প্রত্যেকে নিজের আভ্যন্তরীণ ব্যাধি সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছেন। উহা অতিসত্বর দূরীভূত করিয়া দিন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে দো'আ করুন, তিনি যেন সাহস প্রদান করেন।

اٰمِيْنَ — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

■

থানাভুন শহর, মুন্সী আকবর আলী ছাহেবের বাড়ী
১৩৩০ হিজরী, ১১ই শাবান

www.BANGLAKITAB.com

আল-ফানী

[ধ্বংসশীলতা]

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ ط وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

কোরআন ও হাদীসের মহত্ত্ব

আমি যাহা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিলাম, ইহা কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত আয়াত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে একটি বড় কাজের কথা শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমাদের সর্ববিধ পেরেশানীর অবসান হইয়া যাইবে। এই বিষয়টি অতি সুস্পষ্ট, ইহাতে কোন প্রকারের জটিলতা নাই। পবিত্র শরীঅতের শিক্ষা বড় স্পষ্ট শিক্ষা। কেননা, কোরআন মজীদ বিভিন্ন গোত্র এবং বিভিন্ন অবস্থার লোকের প্রতি নাযিল হইয়াছে। সুতরাং কোরআনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অতি সহজ এবং উহার বর্ণনা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। ইহাতে কোরআন সকল শ্রেণীর লোকেরই বোধগম্য হইয়াছে; কাজেই কোরআন দ্বারা একজন সাধারণ লোক যতটুকু উপকার লাভ করিতে পারে, একজন দার্শনিকও ততখানি উপকৃত হইতে পারে, সাধারণ লোক হউক কিংবা আলেম হউক, প্রত্যেকে ইহা দ্বারা সমান উপকার পাইতে পারে। অবশ্য উপকারলাভের স্তর বিভিন্ন হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মর্যাদা অনুযায়ী ইহা দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। কোরআনের মর্যাদা এইরূপঃ

بهار عالم حسنش دل و جاں تازه می دارد ـ برنگ اصحاب صورت رابربواربابِ معنی را

www.BANGLAKITAB.com

"উহার অপরূপ সৌন্দর্য মন-প্রাণকে সতেজ করিয়া রাখে—বহিরাকৃতি দর্শকদিগকে বর্ণ দ্বারা এবং মর্ম উপলব্ধিকারীগণকে স্বীয় সুগন্ধি দ্বারা।"

এই কারণেই কেহ কেহ কোরআন শরীফকে বৃষ্টির সহিত তুলনা করিয়াছেন। কেননা, বৃষ্টি হইতে প্রত্যেক প্রকারের ভূমি নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সরসতা ও সতেজতা লাভ করিয়া থাকে। এই গুণটি যেমন কোরআন শরীফের মধ্যে রহিয়াছে, তদ্রূপ কোরআনের প্রচারক রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেও রহিয়াছে। এইরূপে হাদীস শরীফের শিক্ষণীয় বিষয়-গুলির অবস্থাও কোরআনের বিষয়গুলির অনুরূপ। কেননা, হাদীস শরীফও কোরআনের ন্যায় আল্লাহ্‌রই ওহী; তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কোরআনকে 'ওহীয়ে মতলু' বলা হয় (যাহা শব্দ ও বাক্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং নামায ইত্যাদিতে হুবহু পাঠ করা হয়) এবং হাদীসকে 'ওহীয়ে গায়রে মতলু' বলা হয়। (অর্থাৎ, শব্দ ও বাক্য ব্যতীত ভাব ও বিষয়বস্তু হিসাবে অবতীর্ণ হইয়াছে, নামায ইত্যাদিতে পঠিত হয় না।) সুতরাং কোরআনের ন্যায় হাদীস শরীফের বিষয়গুলিও নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝান খুবই সহজ। কেন সহজ হইবে না? ইহা এমন মহাশক্তিমানের কালাম, যাঁহার পক্ষে সমস্ত জটিলকে সহজ করিয়া দেওয়া অতি সহজ। অতএব, কোরআন এবং হাদীস সহজবোধ্য হওয়া বিচিত্র কিছুই নহে। অবশ্য কোরআন উপদেশ গ্রহণ হিসাবে সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য সহজবোধ্য; কিন্তু উহা হইতে শরীঅতের বিধানসমূহ আবিষ্কারের ব্যাপার শুধু মুজ্‌তাহিদগণের কাজ। এই কারণেই يَسَّرْنَاهُ 'আমি উহাকে সহজ করিয়াছি'-এর সঙ্গে لِلذِّكْرِ 'উপদেশ গ্রহণের জন্য' কিংবা لِتُبَشِّرَ وَتُنْذِرَ 'যেন আপনি মানুষকে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ এবং দোযখের ভীতি প্রদর্শন করিতে পারেন' বলা হইয়াছে। আর উপদেশ ছাড়া কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সম্প্রদায় (মুজ্‌তাহেদীন) এর জন্য يَسْتَنْبِطُونَهُ 'তাহা হইতে শরীঅতের বিধান আবিষ্কার করিবেন' বলা হইয়াছে। অদ্যকার আলোচ্য আয়াতটি উক্ত সহজবোধ্য ও উপদেশ সম্বলিত আয়াতসমূহের অন্যতম। এই আয়াতটির মর্ম গভীরভাবে অনুধাবন করিলে আমাদের এক বিরাট ভুলের অপনোদন হইয়া যাইবে।

চিন্তা না করার ফলঃ تدبر অর্থাৎ, গভীর চিন্তার কথা আমি এই জন্য উল্লেখ করিলাম যে, শরীঅতের তা'লীম সহজবোধ্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিকট দুর্বোধ্য থাকার কারণ হইল আমরা উহাতে গভীরভাবে চিন্তা করি না। বস্তুত গভীর চিন্তা না করার ফলে তো অনেক দুনিয়াবী অনুভবনীয় বিষয়ও দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানগর্ভ বিষয়সমূহের তো কথাই নাই। জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের সহিত যখন আমলের সরাসরি সম্পর্ক রহিয়াছে, তখন গভীর চিন্তার দ্বারা উহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে কাজ চলিবে কিরূপে? কিন্তু অনুভবনীয় বিষয়সমূহেও যদিও উহাদের সম্পর্ক অনুভবশক্তির সঙ্গেই আছে, তথাপি গভীর চিন্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। চিন্তার অভাবে অনেক সময় সাংঘাতিক রকমের ভুল হইয়া যায়। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন, গভীর চিন্তা করেন নাই বলিয়া ইহা আপনাদের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আয়াতটির অনুবাদ এই—আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "তোমাদের নিকট যাহাকিছু আছে তাহা নিঃশেষিত এবং বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।" ইহা প্রথম বাক্যের অনুবাদ। পরবর্তী বাক্যটি ইহারই পরি-পূরণের জন্য বলা হইয়াছেঃ "যাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রহিয়াছে তাহা চিরস্থায়ী।"

www.BANGLAKITAB.com

অনুবাদ হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে কোন জটিল এবং দুর্বোধ্য বিষয়ের কথা বলেন নাই; বরং ইহা অতি সহজ এবং সরল বিষয়। কিন্তু পরিভাষার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তত সহজ নহে। কেননা, বাস্তবিকপক্ষে ইহা একটি অতি উচ্চাঙ্গের বিষয়। কিন্তু আমরা উহাকে গভীরভাবে অনুধাবন করি না বলিয়া সহজ মনে হইতেছে। মোটকথা, সহজবোধ্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরলও বটে। কিন্তু আজকাল নিতান্ত মামুলি এবং মর্যাদাহীন কথাকে সরল আখ্যা দেওয়া হয়। অতএব, এই অর্থে কোরআনের কোন একটি কথাও সরল নহে, প্রত্যেকটি বিষয়ই মর্যাদাসম্পন্ন এবং উচ্চ শ্রেণীর। অবশ্য দ্বিতীয় অর্থ—অর্থাৎ, স্পষ্ট ও জটিলতাবিহীন এবং সহজ হওয়ার দিক দিয়া কোরআনের বিষয়বস্তুগুলিতে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি না বলিয়া আমাদের নিকট অস্পষ্ট মনে হইতেছে এবং উহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া বুঝা যায়। কোরআনের বিষয়বস্তুগুলি অতিশয় মর্যাদাসম্পন্ন এবং উচ্চ শ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও আজকাল লোকে উহার প্রতি বিশেষ মর্যাদা বা গুরুত্ব প্রদান করে না।

অধিক শ্রবণ এবং দর্শনের ফল ঃ গুরুত্ব এবং মর্যাদা প্রদান না করার একটি কারণ—অধিক শ্রবণ এবং অধিক দর্শন। রীতি আছে—কোন বিষয়কে বার বার শ্রবণ করিলে বা বার বার দর্শন করিলে উহা স্বভাবগত হইয়া দাঁড়ায় এবং উহার মর্যাদা হ্রাস পায়। অতঃপর এই কথাটিকেই যদি কেহ গুরুত্বের সহিত বর্ণনা করে, তখন বিস্ময় বোধ হয় এবং এরূপ মনে হয় যে, ইহা কোন একটি নূতন বিষয় বর্ণনা করা হইতেছে। এই ব্যাপারে মানুষ কিছুটা অক্ষমও বটে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন, স্বভাবও দান করিয়াছেন। সুতরাং যদি জ্ঞান এবং স্বভাবের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ ঘটে, তখন শরীঅতের শিক্ষানুযায়ী আমল করা উচিত। কেননা, শরীঅতের শিক্ষায় বিবেক এবং স্বভাব উভয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। যেমন, কোন বস্তু হারাইয়া গেলে যদি মনে কষ্ট হয়, তখন বিবেক বলে, "দুঃখ করিও না, দুঃখ করিলেও ইহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, কাজেই দুঃখ করা বৃথা।" পক্ষান্তরে স্বভাব চায়, দুঃখ করা হউক। কিন্তু একটি অবাস্তব কথার উপর ভিত্তি করিয়াই স্বভাবের এরূপ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। তাহা এই যে, "বস্তুটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন কেন হইল?" ইহা অবাস্তব কথা এই জন্য যে, স্বয়ং তোমার অস্তিত্বই তো তোমার অধিকারে নহে। তোমাদের যদি নিজেদের উপরই অধিকার থাকিত, তবে কেহই পীড়িত কিংবা অভাবগ্রস্ত হইত না। কিন্তু মানুষের অস্তিত্বে দিবারাত্র যেসমস্ত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহাতে বুঝা যায়, মানুষ স্বাধীন নহে; বরং অপর কোন শক্তির অধীনে রহিয়াছে। অতএব, সে যখন নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও স্বাধীন নহে, তবে অন্যান্য বস্তুতে অনর্থক হস্তক্ষেপ করার কি অধিকার আছে?

অতএব, স্বভাবের এই অনধিকার চর্চা বিবেকবিরোধী হইয়াছে বলিয়া বিবেক তাহা রহিত করিয়া দিয়াছে। শরীঅতের উত্তম ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করুন—দুই দিকই রক্ষা করিয়াছে। অর্থাৎ, স্বভাবের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী দুঃখ কর, বাধা নাই; কিন্তু উহাকে প্রবল করিও না। এখানে শরীঅত স্বভাবের এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছে এবং বিবেকের যুক্তিও রক্ষা করিয়াছে।

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব হইতে অমনোযোগিতা ঃ এইরূপে অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে বিবেক বলে, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সর্বদা চিন্তার খোরাকরূপে সম্মুখে থাকা আবশ্যক। কখনও উহা হইতে অমনোযোগী হওয়া উচিত নহে। কেননা, বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়া যখন স্থায়ী নহে; বরং ক্ষণভঙ্গুর, তখন উহা ভুলিয়া দুনিয়াতে মগ্ন হওয়া মহাভুল।

www.BANGLAKITAB.com

দেখুন, বাদশাহ্ যদি কোষাগার কোষাধ্যক্ষের হাতে সোপর্দ করিয়া দেন এবং কোষাধ্যক্ষের এই জ্ঞান আছে যে, বাদশাহের কোষাগার আমার নিকট আমানতস্বরূপ অর্পণ করা হইয়াছে, কয়েকদিন পরেই ফেরত নেওয়া হইবে, তখন তাহার নিকট যে ইহা আমানতস্বরূপ রাখা হইয়াছে, একথা বিস্মৃত না হওয়া তাহার কর্তব্য। কোন কোষাধ্যক্ষ কোষাগারকে নিজের সম্পত্তি মনে করিয়া প্রকৃত মালিকের ন্যায় উহা ব্যয় করিলে নিশ্চয়ই সকলে তাহাকে বোকা বলিবে।

এইরূপে দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা ভুলিয়া যাওয়া বিবেক অনুযায়ী মহাভুল। কিন্তু স্বভাব চায় মানুষ তাহা ভুলিয়া থাকুক। কেননা, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব বার বার দেখিতে দেখিতে মানুষ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। আর যে বস্তু অভ্যাসগত হইয়া দাঁড়ায়, স্বভাব তাহা হইতে অমনোযোগী ও অসতর্ক হইয়া পড়ে। শরীঅত এক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়াছে এবং উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। অর্থাৎ, অমনোযোগী হওয়াতে তেমন দোষ নাই, তবে এতটুকু অমনোযোগিতা অবশ্যই অনুমোদনীয় নহে, যাহাতে বিবেকের যুক্তিসমূহের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা না হয়।

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব হইতে কিছুমাত্র অমনোযোগিতা না হইলেও আবার মানুষ সম্পূর্ণরূপে বেকার হইয়া যাইবে। কেননা, যাহার সম্মুখে সর্বদা মৃত্যু দণ্ডায়মান থাকে, সে কোন কাজই করিতে পারে না। কিন্তু এই অমনোযোগিতারও সীমা আছে। উহার বাহিরে স্বভাবের আকাঙ্ক্ষার দৌড় শেষ হইয়া যায়। উক্ত সীমা এই যে, পার্থিব জীবনের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে যতটুকু অমনোযোগী থাকা প্রয়োজন তাহা অবশ্য দূষণীয় নহে। কিন্তু এতটুকু অমনোযোগিতা কখনই অনুমোদনীয় নহে, যাহাতে বিবেকের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া যায়। অর্থাৎ, দুনিয়ার সহিত অন্তরের এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে, যাহাতে মনে হয়, সে যেন ইহলোকেই থাকিবে।

দুনিয়ার সহিত প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারীকে সেই মুসাফিরের সঙ্গে তুলনা করিতে পারেন, যে ব্যক্তি হোটেল বা মুসাফিরখানার সহিত মনকে আকৃষ্ট করিয়া শুধু একটি রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তথায় সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং উদ্যান রচনা আরম্ভ করিয়া দেয়, এরূপ ব্যক্তিকে সকলে বোকা ছাড়া আর কিছুই বলিবে না। কেননা, সে ব্যক্তি একটি রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে হোটেলে স্থায়ী বাসস্থানের উপযোগী আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করিতেছে। বস্তুত দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি অমনোযোগী হওয়া মূলত দূষণীয় নহে, কিন্তু তাহা সীমা অতিক্রম করা বিশেষ আপত্তিকর।

আমাদের অবস্থা সেই চামারের ন্যায় বটে। এক ব্যক্তি তাহাকে জুতার ঘা মারিলে সে বলিলঃ "আর একবার মারিয়া দেখ না?" লোকটি আবার এক ঘা বসাইয়া দিলে মুচি আবার বলিলঃ "আবার মার না দেখি?" এইরূপে লোকটি জুতা মারিতেই থাকিল এবং চামার প্রত্যেকবার সেই একই কথা বলিতে থাকিল। এইরূপে আমরাও দিবারাত্র দুনিয়ার অস্থায়িত্বের ঘটনাবলী দেখিতেছি। কিন্তু নিজের অস্থায়িত্বের কথা ভুলিয়াই রহিয়াছি, যেন অবস্থার ভাষায় আমরা প্রকাশ করিতেছি— "আবার আসুক না মৃত্যু, আবার আসুক না প্লেগ।"

বন্ধুগণ! প্রত্যক্ষ দর্শনের চেয়ে অধিক আর কি হইতে পারে? প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও যখন আমাদের অমনোযোগিতা দূর হইল না, তবে আর কখন দূর হইবে? ফলকথা, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব হইতে আমরা গাফেল রহিয়াছি। অথচ দুনিয়ার অস্থায়িত্বের নিদর্শন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয় বটে।

www.BANGLAKITAB.com

আখেরাতের স্থায়িত্বের প্রতি উদাসীনতাঃ আখেরাতের স্থায়িত্ব যদিও চোখে দেখার বিষয় নহে, কিন্তু ইহা মুসলমানের বিশ্বাস্য বিষয়। বিশ্বাস্য বিষয়গুলির প্রতি অন্তরের অটল বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। কাজেই যাহা মনের মধ্যে দৃঢ়রূপে স্থাপিত থাকে, তাহা হইতে মনের সম্পর্ক শিথিল হওয়া উচিত নহে। কিন্তু আমাদিগকে যদি বলা হয়—'তুমি মরিবে, খোদার সম্মুখে উপস্থাপিত হইবে। কবরের মধ্যে সওয়াল-জওয়াব হইবে। কিয়ামতের দিন আমলনামা সম্মুখে ধরা হইবে', তখন কথাগুলি আমাদের নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। দুঃখের বিষয়, যাহা কাইফিয়ত-স্বরূপ দৃঢ়রূপে স্থাপিত থাকা উচিত ছিল তাহা স্বপ্নবৎ মনে হইতেছে। ইহার লক্ষণ এই যে, কোন উপদেষ্টা এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলে তাহার সহিত জটিল তর্কের অবতারণা করা হয়। কেহ কেহ বা নির্বিকার চিত্তে বলিয়াই ফেলেঃ

اب تو آرام سے کزرتی ہے ۔ عاقبت کی خبر خدا جانے

"কোন চিন্তা নাই, এখন তো আরামে দিন কাটিতেছে; পরিণামের খবর খোদা জানেন।"

যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তাহারা উপদেষ্টার কথার উত্তরে বলে, মিঞা! আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ক্ষমা অসীম। আখেরাতের চিন্তা করিয়া আমরা কি শেষ করিতে পারি? আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়াগুণে আমাদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। এই ব্যক্তির উক্তি হইতে মনে হয়, পরলোকে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্নমুখী ক্ষমতার মধ্যে কেবল এক দিকই প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমা করিবেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তিও প্রদান করিবেন। কিন্তু এই ব্যক্তি কেবল তাঁহার ক্ষমাগুণের প্রতিই লক্ষ্য করিতেছে—শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার প্রতি তাহার লক্ষ্যই নাই। কেন বন্ধু! আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন, তিনি কোন অপরাধে শাস্তিও প্রদান করিতে পারেন এই ভয় কেন মনে আসে না? ইহাও তো সম্ভব যে, ক্ষমা না করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিতে পারেন।

অথচ ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এরূপ ছিল যে, দিবারাত্র আল্লাহ্র এবাদতে মশগুল থাকিয়া আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিতেন। একদা হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পছন্দ কর যে, আমরা হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যত কাজ করিয়াছি উহার সওয়াব আমরা নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হই, আর তাঁহার পরে যাহা করিয়াছি, সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের কোন নিকাশই না হয়। হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রাঃ) বলিলেনঃ "আমি তো মনে করি, হুযূরের (দঃ) সম্মুখে আমরা যাহা করিয়াছি—তাহারও পুরাপুরি সওয়াব প্রাপ্ত হইব এবং তাঁহার পরে যাহা করিয়াছি—উহারও সওয়াব প্রাপ্ত হই। কেননা, তাঁহার পরেও তো আমরা বহু কাজ করিয়াছি, তাহা বিফলে যাইবে কেন? তাঁহার এই উক্তি নির্ভুলও বটে; কেননা, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর দিগ্বিজয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ হুযূরের (দঃ) পরেই অধিক হইয়াছিল। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইসলামের বিজয়াভিযান যত দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তৎপূর্বে এত দেশ বিজয় আর কখনও হয় নাই।

এতদ্সত্ত্বেও তিনি বলিলেনঃ "ভাই, আমি ইহাই ভাল মনে করি যে, হুযূরের সম্মুখে আমরা যত কাজ করিয়াছি, কেবল তাহাই নিরাপদে থাকুক এবং আমরা উহার সওয়াব প্রাপ্ত হই; আর তাঁহার পরে যাহা করিয়াছি—তাহাতে কোন হিসাব-নিকাশ না হইয়া কেবল আমাদিগকে পাপে-পুণ্যে সমানে সমান ছাড়িয়া দেওয়া হউক। তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। হিসাব করিলে আমরা

www.BANGLAKITAB.com

সওয়াবের উপযুক্ত হইব কিনা কে জানে? হুযূর (দঃ)-এর যুগে কৃত কার্যসমূহের সওয়াবের প্রত্যাশা তিনি তাঁহার আমলের প্রেক্ষিতে করেন নাই; বরং কেবল এই ভরসায় করিয়াছিলেন যে, হুযূর (দঃ)-এর সম্মুখে যেসমস্ত কাজ করা হইয়াছে, তাঁহার বরকতে উহা নির্ভুল এবং নিখুঁত হইয়া থাকিতে পারে। উহাতে খাঁটি নিয়ত এবং নূর হুযূর (দঃ)-এর বদৌলতেই আসিয়া থাকিতে পারে, এই কারণেই উহাতে সওয়াবের প্রত্যাশা দৃঢ়ভাবে করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাঁহার পরবর্তী-কালে কৃত কার্য সম্বন্ধে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহা কবূল হইয়াছে কি-না—কে জানে?

কামেল লোকের প্রয়োজনঃ বাস্তবিকপক্ষে এ সমস্ত বিষয় হইতেই আমরা গাফেল রহিয়াছি এবং ইহা একটি সূক্ষ্ম বিষয়। আমরা ইহার খবরই রাখি না যে, আমাদের কৃত কার্যসমূহের মধ্যে কতক নিজের শক্তিবলে হইয়া থাকে এবং কতক আল্লাহ্ওয়ালাগণের দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জোহ্র বরকতে হইয়া থাকে। এই মর্মেই মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

یار باید راه راتنها مرو ــ بے قلاوزاندریں صحراء مرو

"জ্ঞানী সঙ্গী ব্যতীত একাকী পথ চলিও না। বিশেষত মহব্বতের ময়দানে কামেল পীরের সাহচর্য ব্যতীত পা-ই বাড়াইও না।" অর্থাৎ, বাতেনী রাস্তার জন্য কোন অভিজ্ঞ সাথী গ্রহণ কর। একাকী দুর্গম পথ অতিক্রম করার ইচ্ছা করিও না, উহা তুমি কখনও সাথী ভিন্ন একাকী অতিক্রম করিতে পারিবে না। এ কথার উপরে একটি সন্দেহের অবকাশ থাকে যে, কোন কোন আল্লাহ্-ওয়ালার কোন পীর-মুরশিদ ছিলেন না। তাঁহারা মুরশিদ ব্যতীতই খোদার নৈকট্য লাভ করিয়া-ছেন। ইহার উত্তরে মাওলানা বলিয়াছেনঃ

هرکه تنها نادریں راه را برید ــ هم بعون همت مرداں رسید

"যদিও কদাচিৎ কেহ একাকী এই পথ অতিক্রম করিয়া ফেলে, তবে বুঝিতে হইবে তাঁহার পাছেও কোন কামেল আল্লাহ্ওয়ালা লোকের সাহায্য এবং দৃষ্টি ছিল।"

অর্থাৎ, কচিৎ যাহাদিগকে একাকী এই এশকের ময়দান অতিক্রম করিতে দেখা যায়, বাস্তবিক-পক্ষে তাহারাও একাকী এই পথ অতিক্রম করে নাই। একাকী উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই; বরং কোন কামেল পীরের অদৃশ্য সাহায্য এবং গোপন দৃষ্টির বরকতেই সে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে।

نادر অর্থাৎ, 'কচিৎ' শব্দ যোগ করিয়া এ কথা বুঝাইয়াছেন যে, বাহ্যদৃষ্টিতেও দেখা যায় —প্রেমের এই দুর্গম পথ অতি অল্প লোকেই একাকী অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, আবার দুই-একজনকে যদিও একাকী পথ অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে একাকী চলে না; বরং তাহাদের পশ্চাতে কোন কামেল লোকের গোপন দৃষ্টি ও অদৃশ্য সাহায্য রহিয়াছে—যদিও সে তাহা জানিতে পারে না যে, কে তাহার সাহায্য করিতেছে। যেমন, সূর্যের উত্তাপে ফল পাকিয়া থাকে, কিন্তু ভক্ষণকারী জানে না যে, ফলটি তাহার জন্য কে পাকাইয়াছে, কে প্রস্তুত করিয়াছে?

তরীকত-সূর্যের কিরণদানঃ এইরূপে প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্র কোন খাছ বান্দা তরীকত জগতে সূর্যের ন্যায় হইয়া থাকেন। তাঁহার জ্যোতি বিকিরণে যুগের অধিবাসীবৃন্দ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া

www.BANGLAKITAB.com

থাকে। কিন্তু তাহারা জানিতেও পারে না যে, কে তাহাদিগকে চালাইতেছে। তাহারা মনে করে, আমরা একাকীই চলিতেছি; কিন্তু তাহা ভুল। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এই রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, হুযূর (দঃ)-এর যুগে তাঁহারই বরকতে ছাহাবায়ে কেরামের আমলে জ্যোতি বিকীর্ণ হইত। হুযূর (দঃ)-এর পরে আর সেই জ্যোতি ছিল না। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে পরে আমলের ভাণ্ডারে অনেক কিছু দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে পূর্ববৎ জ্যোতি নাই। এই স্তূপীকৃত আমলের দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন—যেমন কোন ব্যক্তি হাজার হাজার ঝুড়ি পচা আমরূদ, আনার প্রভৃতি ফল নিয়া বাদশার সম্মুখে হাযির করিল। বাদশাহ কি পচা ফলের স্তূপটিকে শুধু ইহার বৃহত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই মর্যাদা দান করিবেন? কখনই না। দুনিয়ার বাদশাহ্গণ পূর্ণ স্তূপটিকে পচা বলিয়া আমাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করিবেন। এই কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) হুযূর (দঃ)-এর পরবর্তী যুগে কৃত নিজের আমল সম্বন্ধে ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন, সওয়াব তো দূরের কথা, আমি ইহাতেই রাযী আছি যে, উক্ত আমলের হিসাব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক। কেননা, হিসাব যেন মুখে উল্টা নিপেক্ষ না করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর হৃদয়ে পরকালের ভয় প্রবল ছিল এবং হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর মনে রহমতের আশা প্রবল ছিল। যখন হযরত ওমরের এবাদতের অবস্থাই এইরূপ ছিল যে, নিজের এবাদত কবূল হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না, যদিও বর্তমানকালের কোন আবেদই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না, তবে এ সমস্ত আল্লাহ্র বান্দারা, যাহারা আল্লাহ্র দয়া ও ক্ষমার দোহাই দিয়া উপদেষ্টাগণের মুখ বন্ধ করিতে প্রয়াস পায়, গোনাহের কার্যে এরূপ ভয় কেন মনে রাখে না যে, গোনাহের জন্য আমাদের শাস্তি হইতে পারে? অতএব, বুঝা গেল, অপরিহার্যরূপে বিশ্বাস্য হওয়া সত্ত্বেও আখেরাত সম্বন্ধ আমরা এতই অমনোযোগী যে, সে সম্বন্ধে কোন খবরই রাখি না। এইরূপে দুনিয়ার অস্থায়িত্ব দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কিন্তু ভুলেও আমাদের মনে কল্পনা হয় না যে, একদিন আমরাও শেষ হইয়া যাইব। আখেরাতের জন্য সম্বল গ্রহণ সম্বন্ধে বেপরোয়া হইয়া থাকাই ইহার প্রমাণ। রেহান্-বন্ধক ছাড়াইবার চিন্তা নাই, ঋণ পরিশোধ করার চিন্তা নাই, ওয়ারিসদিগকে তাহাদের প্রাপ্য হক দেওয়ার ইচ্ছাও নাই, যেন তাহাদের কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়াও আল্লাহ্র দায়িত্ব। মোটকথা, সকলেই যেন এক উদ্দেশ্যহীন কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। কেহ অলঙ্কারের ধ্যানে আছে, কেহ বাড়ী-ঘর নির্মাণে ব্যস্ত আছে, কিন্তু কাহারও স্মরণে নাই যে, একদিন ইহলোক ছাড়িয়া আমাকে পরলোকে যাইতে হইবে।

ইহা এমন একটি বিষয়বস্তু, যাহা বাস্তবিকপক্ষে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট; কিন্তু মনোযোগের অভাবে আমাদের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বার বার আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি ইহাও বটে; যাহা আমি এখন বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

আল্লাহ্র সমীপে দো'আ করার প্রয়োজনীয়তাঃ আল্লাহ্ বলেন, হে মানব! শ্রবণ কর, তোমাদের জন্য দুই প্রকারের বস্তু রহিয়াছে। এক প্রকারের বস্তু যাহা তোমাদের হাতে রহিয়াছে এবং যাহাকে তোমরা নিজের মনে করিয়া তৎপ্রতি মন আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ—তাহা অবশ্যই ধ্বংস এবং বিলুপ্ত হইবে। দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু, যাহা তোমাদের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে, তাহা চিরস্থায়ী; কিন্তু তোমরা তাহার প্রতি এত উদাসীন যেন তাহা তোমাদের নহে—অপর কাহারও।

www.BANGLAKITAB.com

ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন, যেমন কোন শিশুর নিকট কিছু টাকা আছে। সে উহাকে নিজের বলিয়া মনে করে। কিন্তু সে উক্ত টাকাগুলিকে ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের টুকরা মনে করিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিতেছে এবং অবশিষ্ট সমুদয় পুঁজি বা মূলধন তাহার পিতার হাতে রহিয়াছে। শিশু ইহাকে নিজের বলিয়া মনে করে না। অথচ ইহাও তাহারই সম্পদ। কিন্তু পিতা উহাকে শিশু পুত্রের হাতে এই জন্য দিতেছে না যে, সে ইহার মূল্য না বুঝিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিবে। অতএব, তিনি ইহাকে শিশুর বিশেষ প্রয়োজনের সময়ের জন্য তাহারই পক্ষে নিজের হাতে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু নির্বোধ শিশু পিতার হস্তে রক্ষিত নিজের সম্পদকে নিজের মনে করে না। এইরূপে আমরাও নির্বোধ। ইহলোকে আমাদের সম্মুখে নগদ যাহাকিছু আছে কেবল উহাকে নিজের মনে করিতেছি। আর খোদার নিকট আমাদের জন্য যেসমস্ত নেয়ামত রক্ষিত আছে উহাকে যেন অপর কাহারও সম্পদ বলিয়া মনে করিতেছি।

বন্ধুগণ! তাহাও আমাদেরই সম্পদ। কিন্তু যে পর্যন্ত আপনারা উহার মর্যাদাদান না করিবেন, সে পর্যন্ত উহা পাইবেন না। উহার মর্যাদা হইল, আল্লাহ্ পাকের নিকট উহা প্রার্থনা করুন। এমন কখনও সম্ভব নহে যে, আপনারা চাহেন বা না চাহেন, প্রার্থনা করেন বা না করেন, উহার প্রতি কোন মর্যাদা দান করেন বা না করেন, আল্লাহ্ তা'আলা জবরদস্তি করিয়া তাহা আপনাদের হাতে গুঁজিয়া দিবেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَ اَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ

"তোমরা না চাহিলেও কি আমার নেয়ামতসমূহ আমি বলপূর্বক তোমাদের মাথায় চাপাইয়া দিব?"

আল্লাহ্ তা'আলার প্রয়োজনই বা কি যে, তোমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের মাথায় তাহা চাপাইয়া দিবেন? আল্লাহ্ তা'আলার ভাণ্ডারে কি এ সমস্ত নেয়ামত রাখিবার স্থান নাই? কিংবা তাহা ভাণ্ডারে মওজুদ থাকিয়া কি পচিয়া যাইবে? কখনও নহে। আল্লাহ্‌র নিকট স্থানেরও অভাব নাই এবং নেয়ামতসমূহ পচিয়া যাওয়ার মতও নহে। সুতরাং সাধনা ও প্রার্থনা ব্যতীত তাহা প্রাপ্ত হওয়ার আশাও নাই। অথচ প্রার্থনার পরে তাহা পাইতে বিলম্বও হইবে না। হাদীসে কুদ্‌সীতে বর্ণিত আছেঃ

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَّمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا — الخ

"যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই বিঘত অগ্রসর হইয়া থাকি। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হইয়া থাকি। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হাঁটিয়া অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হইয়া থাকি।" অতএব, কি কারণে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছাও করিতেছি না?

খোদার নিকট প্রার্থনা না করার ফলঃ এক হাদীসে বর্ণিত আছে —

مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ তাহার প্রতি রাগান্বিত হন।" অন্যান্য মনিব-প্রভুর অবস্থা এই যে, তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিলে বিরক্ত হন; বরং না চাইলেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং প্রশংসা করিয়া বলেনঃ অমুক ব্যক্তি খুবই নীরব। কখনও কিছু যাচ্ঞা করে না। পক্ষান্তরে মহাপ্রভু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট না

www.BANGLAKITAB.com

চাহিলেই তিনি রাগান্বিত হইয়া থাকেন। হাদীসে নির্দেশ আছেঃ এমন কি জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া গেলেও তাঁহার নিকট চাহিয়া লও, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রত্যেক বস্তু প্রার্থনা কর। লবণ না থাকিলে উহাও তাঁহারই নিকট চাহিয়া লও। ইহা এই জন্য বলিয়াছেন, যেন মানুষের মন হইতে এই ধারণা দূরীভূত হইয়া যায় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু আল্লাহ্র নিকট কি প্রার্থনা করিব? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এরূপ ধারণা ভালই মনে হয়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে নফ্সের ধোঁকা রহিয়াছে। হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎসম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষুদ্র বস্তু প্রার্থনা করে না, সে যেন নিজের ধারণায় বড় বস্তুকে আল্লাহ্র নিকটও বড় বলিয়াই মনে করিতেছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সপ্ত খণ্ড বসুন্ধরার রাজত্ব এবং জুতার ফিতা একই সমান। ক্ষুদ্র বস্তুগুলির জন্য কি আর একজন খোদা আছেন? যদি না থাকে, তবে ক্ষুদ্র বস্তুও তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা করা হয় না কেন? ক্ষমা এবং বেহেশ্ত প্রার্থনা করার জন্য তো কোরআন শরীফে বিভিন্ন স্থানে নির্দেশই আসিয়াছেঃ

سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ○

"আপন প্রভুর ক্ষমা এবং বেহেশ্তের প্রতি ধাবিত হও; যাহার প্রস্থ আসমান এবং যমীনের সমান।"

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক হাদীসে বলিয়াছেনঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّيْنَ فِى الدُّعَاۤءِ "নিশ্চয়, আল্লাহ্ পাক দো'আর মধ্যে অনুনয়-বিনয়কারীদিগকে ভালবাসেন।" অতএব, দেখুন, আমাদের প্রভু কেমন দয়ালু, এতদসত্ত্বেও যদি কেহ প্রার্থনা না করে, তবে তাহার দুর্ভাগ্য। কবি বলিয়াছেনঃ

اسکے الطاف توهیں عام شہیدی سب پر – تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

"তাঁহার অনুগ্রহ সকলের জন্যই ব্যাপক, তোমার সঙ্গে কিসের শত্রুতা ছিল? যদি তুমি অবশ্যই কোন কিছুর উপযুক্ত হইতে—পাইতে!

বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদের জন্য নানাবিধ নেয়ামত সযত্নে নিজের কাছে রক্ষিত রাখিয়াছেন। তোমাদের নিকট যেসমস্ত নেয়ামত রহিয়াছে, তাহা চোরে চুরি করিয়া নিতে পারে। ডাকাত ছিনাইয়া বা কাড়িয়া লইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তাহাতেই মত্ত রহিয়াছি। আর যাহা সুরক্ষিত, নির্বুদ্ধিতাবশত তাহা সম্পূর্ণই ভুলিয়া রহিয়াছি।

আমাদের যাবতীয় বস্তুই পরেরঃ এই ভুলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেনঃ "তোমাদের হাতে যাহা আছে বাস্তবিকপক্ষে তাহা অপরের দ্রব্য। অর্থাৎ, কিছুদিনের জন্য আমানতমাত্র। ইহা একদিন তোমাদিগ হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে; কিংবা মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে আমার নিকট যেসমস্ত নেয়ামত রহিয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই বস্তু। ইহা অনন্তকালের জন্য তোমাদের ভোগেই আসিবে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া রহিয়াছি। জ্ঞানের দিক দিয়াও এবং কর্মের দিক দিয়াও। ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ—আমরা কখনও বিষয়টিকে অন্তরপটে উপস্থিত করিয়া সে সম্বন্ধে চিন্তা করি না। নচেৎ আমাদের প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে ইহার প্রতি বিশ্বাস রহিয়াছে। কিন্তু যেই বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করা হয় না, উহাকে সেই নারীস্বভাব ভীরু শাহ্যাদার সহিত তুলনা করা

www.BANGLAKITAB.com

যাইতে পারে, যিনি একদা বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি সর্প বাহির হইয়া সেখান দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেনঃ ওহে! একজন পুরুষ লোককে ডাক না। নিকটস্থ একজন বলিয়া উঠিলঃ "হুযূরও তো মাশাআল্লাহ্ পুরুষ।" তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, হাঁ, ঠিকই তো বলিয়াছ। ভাল কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। আচ্ছা, একটা লাঠি নিয়া আস তো। অতঃপর জানা যায় নাই—তিনি সাপ মারিয়াছিলেন কিনা? বলাবাহুল্য, সে নিজেকে পুরুষ বলিয়া অবশ্যই বিশ্বাস করিত। কিন্তু এমন বিশ্বাসে ফল কি? যদি সময়মত স্মরণে না আসে। এমন কি, অপর কেহ তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। অবশ্য বিশ্বাস সম্বন্ধে একথা বলিতে পারি না যে, ভুলিয়া গেলে তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া যাইবে। কেননা, সুন্নী সম্প্রদায়ের মতে এরূপ বিশ্বাসও শেষ পর্যন্ত কাজে আসিবে। মারপিট খাইয়াও অবশেষে এই বিশ্বাসের বদৌলতেই কোন এক সময় বেহেশতে প্রবেশ করিবে। উহার প্রমাণ নিম্নলিখিত আয়াতে দেখুনঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

"কেহ এক রেণু পরিমাণ নেক কাজ করিলেও তাহার ফল পাইবে এবং এক রেণু পরিমাণ মন্দ কাজ করিলেও উহার প্রতিফল পাইবে।"

এক রেণু পরিমাণ নেকীও যখন বিফলে যাইবে না, তখন দুর্বল বিশ্বাস এবং দুর্বল ঈমানের বিনিময়ও অবশ্যই পাওয়া উচিত। ইহার উপায় এই যে, পাপের শাস্তি ভুগিবার পর কোন এক সময় দোযখ হইতে বাহির করা হইবে। অতএব, এই দুর্বল বিশ্বাসও এক হিসাবে উপকারী বটে; কিন্তু যখন পূর্ণরূপে কাজে আসিল না এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বেহেশ্‌তে প্রবেশের সৌভাগ্য হইল না, তখন ইহাকে পূর্ণ হিতকর বলা হইবে না। এই কারণেই আমি বলিতেছি—আমরা এ বিষয়ে জ্ঞানের দিক হইতেও ত্রুটি করিতেছি এবং কাজের দিক হইতেও ত্রুটি করিতেছি। কিন্তু কাজের মোকাবেলায় জ্ঞানের দুই শ্রেণী আছে। একটি বিশ্বাস এবং অপরটি অন্তরে জাগরূক রাখা। আমাদের ত্রুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর। অর্থাৎ, আমরা উহাকে মনে জাগরূক রাখিতে ত্রুটি করিতেছি।

এখন জাগরূক না থাকার একটি বড় কারণ শ্রবণ করুন। শয়তান আমাদিগকে এক ধোঁকা দিয়া রাখিয়াছে যে, "প্রথমবারেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য আমাদের কোথায়?" এই কারণে আমরা তজ্জন্য চেষ্টাও করি না এবং জ্ঞানানুরূপ কার্যও করি না। জ্ঞানকে তখনই সম্মুখে রাখা হয়, যখন তদনুযায়ী কার্য করার জন্য চেষ্টা হইবে। আমি বলিতেছিঃ সোবহানাল্লাহ্! আপনাদের ভাগ্য পানাহারের দিক দিয়া তো বেশ প্রসন্ন এবং তীক্ষ্ণ। সেই বেলায় এমন কেন হয় না যে, হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন এবং বলেনঃ "আমাদের সেই ভাগ্য কোথায় যে, দুই বেলা পেট ভরিয়া রুটি খাইব, ইহা তো আমীর লোকদের ভাগ্য। আর যদি এরূপ বলেন যে, "মৃত্যু হওয়া-মাত্র বেহেশ্‌তে পৌঁছিয়া যাই, এমন ইচ্ছাও আমাদের আছে।" তবে আমি বলিবঃ আপনাদের এই চাওয়ার বা ইচ্ছা করার দৃষ্টান্ত সেইরূপ, যেমন কেহ হাত-পা সঞ্চালন না করিয়াই ইচ্ছা করে, রুটি মুখে ঢুকিয়া যাউক। এরূপ অবস্থায় সকলেই বলিবে যে, এই ব্যক্তির রুটি খাওয়ার ইচ্ছা নাই। যদি ইচ্ছা থাকিত, তবে অবশ্যই উহার উপকরণ অবলম্বন করিত। এইরূপে আমার ভাইয়েরা ইচ্ছাও করেন যে, সোজাসুজি বেহেশ্‌তে পৌঁছিয়া যান, কিন্তু তজ্জন্য হাত-পা নাড়েন না। অর্থাৎ, উপকরণ অবলম্বন করেন না, পক্ষান্তরে দুনিয়ার যে বস্তুর ইচ্ছা করেন উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন।

www.BANGLAKITAB.com

সারকথা এই যে, রুটি ভক্ষণ করিতে তো আপনারা ইচ্ছা করেন, আর ধর্ম-কর্মের ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা করুক। অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন এবং ভাগ্যে থাকে, তবে ধার্মিক হইয়া যাইব। ইহা অবশ্য একান্ত সত্য কথা যে, কৃতকার্যতা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়ই হইবে। কিন্তু দুনিয়ার কাজের জন্য যে প্রকার উপকরণ এবং উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ধর্মের কাজের জন্যও উপকরণ ও উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল, তৎপর ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করিতেন। ইহা কেমন কথা যে, একেবারে উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন? অথচ দুনিয়ার কাজে তো কোন সময় উপকরণ সংগ্রহে এবং তদবীরে কসূর করেন না, ইহার সারমর্ম এই হয়—দুনিয়ার মতলবে আপনারা বেশ হুঁশিয়ার; কিন্তু পরলোককে উদ্দেশ্যের মধ্যেই স্থান দেন না। আপনাদের অন্তরে উহার কোন মর্যাদাই নাই, কাজেই এরূপ টাল-বাহানা এবং অভিযোগ করিয়া থাকেন।

মৃত্যুর কথা মানুষের স্মরণ নাইঃ বিশেষত মেয়েলোকদের মধ্যে ইহার প্রতি লক্ষ্য খুবই কম। তাহারা যখন অলংকার পরিধান করে এবং সেলাই কার্যে কিংবা কাপড় কাটায় মশগুল হয়, তখন তাহাদের অবস্থা দেখিলে মনে হয়, একদিন তাহারা মরিবে এমন চিন্তা তাহাদের মোটেই নাই। সাধারণত মৃত্যুকে আমরা এত বেশী ভুলিয়া রহিয়াছি যে, চোখের সামনে কাহাকেও মরিতে দেখিলেও নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় না। ইহার লক্ষণ এই যে, ঠিক জানাযার সময় হাসি-ঠাট্টার কথা চলিতে থাকে। কবরস্থানে যাইয়া একদিকে মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামান হইতেছে, অপর দিকে মোকদ্দমার কথাবার্তা চলিতেছে। আল্লাহ্‌র কসম, মানুষের নিজের মৃত্যুর কথা যদি তখন মনে থাকিত, তবে দুনিয়াদারীর কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইত।

কথিত আছে, এক বৃদ্ধার কন্যা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিল। বৃদ্ধা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই প্রার্থনা করিত, ইয়া আল্লাহ্! আমার মেয়েটির রোগ নিরাময় হইয়া তাহার স্থলে আমার মৃত্যু হউক। ঘটনাক্রমে একদিন গ্রামের একটি গাভী কুঁড়া বা ভূষির জালার মধ্যে মুখ ঢুকাইতেই উহাতে শিং আটকাইয়া গেল। এই অবস্থায় জালা মাথায় করিয়াই গাভীটি বৃদ্ধার গৃহে আসিল। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধা ভীত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলঃ "আমি মৃত্যুর কামনা করিতেছিলাম, তাহা আসিয়াই উপস্থিত হইল। ইনিই আযরাঈল ফেরেশ্‌তা, আমার প্রাণসংহারের জন্য আসিয়াছেন।" কাজেই সে ভীত স্বরে বলিতে লাগিলঃ হে মৃত্যু! আমি মেহ্‌তী নই, মেহ্‌তী ওখানে পালঙ্কের উপর শায়িতা রহিয়াছে, আমি তো গরীব বৃদ্ধা।—

گفت ای موت من نه مهتیم - پیر زاں غریب مهنتیم অর্থাৎ, "সে বলিল হে মৃত্যু! আমি মেহ্‌তী নই, আমি একজন দরিদ্র ও শ্রমিক বৃদ্ধা।"

বন্ধুগণ! আমরা যদি নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখিতাম, তবে সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিতাম এবং আমাদের মধ্যে উহার লক্ষণও প্রকাশ পাইত। কিন্তু উহার কোন চিহ্নই তো আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। যদি নিজের মৃত্যুর কথা মনে থাকিত, তবে অপরের মৃত্যুতে আমরা এত কান্নাকাটি করিতাম না। কেননা, মৃত্যুর ফলে দুনিয়ার কারাগার হইতে সে মুক্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতে এত দুঃখিত হওয়ার কি আছে? স্বভাবত বিচ্ছেদের কিছু দুঃখ হইলেও বিবেক অনুযায়ী ইহা আনন্দের বিষয়। কাজেই কাহারও মৃত্যু দেখিয়া এই ধারণায় আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল যে, আমিও এই ব্যক্তির ন্যায় একদিন এই কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিব। কবি আরেফ বলেনঃ

www.BANGLAKITAB.com

خرم آں روز کہ زیں منزل ویراں بروم ـ راحت جاں طلبم وزپے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسر ایں غم روزے ـ تا در میکدہ شاداں و غزلخواں بروم

"সেইদিন কতই না আনন্দের হইবে, যেদিন আমি এই নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করিয়া প্রিয়জনের পথ ধরিব এবং আত্মার শান্তি কামনা করিব। আমি মানত করিয়াছি যে, যেদিন এই দূরত্বের চিন্তার অবসান ঘটিবে, সেদিন আমি আনন্দে নাচিতে নাচিতে এবং মিলন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শরাব-খানার দ্বার পর্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হইব।"

মিলনাগ্রহে মৃত্যু কামনা বিধেয়ঃ আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ মৃত্যু দিবসের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অথচ মৃত্যুর নাম শুনিলেই আমাদের কম্প দিয়া জ্বর আসে। অর্থাৎ, মৃত্যুকে আমরা এমনভাবে ভুলিয়া রহিয়াছি যে, অপরের মৃত্যু দেখিলেও আমাদের মনে চিন্তা জাগে না যে, আমাকেও এক-দিন মরিতে হইবে; বরং মনে করি যে, মৃত্যু কেবল ইহার জন্যই ছিল। কেহ কেহ স্মরণ করিলেও তাহা ওযীফার ন্যায় মাত্র, মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। মনে করুন, লাড্ডু ও মিষ্টির নাম লইয়া ওযীফা পাঠ করিলেই কি মুখে মিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায়? কখনও না, এইরূপে 'মৃত্যু' 'মৃত্যু' বলিয়া ওযীফা পাঠ করিলেও কোন ফল হইবে না। ইহাকে মৃত্যুর স্মরণ বলা যাইবে না। মৃত্যুর স্মরণ হৃদয়ে বিদ্যমান আছে তখনই বুঝিব, যখন দেখিতে পাইব যে, অলঙ্কার এবং সাজ-সজ্জার বাড়া-বাড়ির প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। গৃহে অতিরিক্ত আসবাবপত্রের ঝামেলা অপছন্দ হইতেছে। যেমন, সফরে অতিরিক্ত আসবাবপত্র সঙ্গে থাকা কষ্টকর মনে হয়। এমন কি, মনে হয় যে, সফরে এত সংক্ষিপ্ত আসবাবপত্র সঙ্গে লইয়া থাকি, অথচ গৃহে এত অধিক সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে যে, গৃহের মালিকও উহার হিসাব জানে না। আমরা প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া আসবাবপত্রের বোঝা বাড়াইয়া চলিয়াছি। ওদিকে পাপের বোঝাও দিন দিন ঘাড়ের উপর ভারী হইতেছে।

দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাসে কার্যত ত্রুটিঃ ইতিপূর্বে যাহাকিছু বর্ণিত হইয়াছে—তাহার লক্ষ্য এই ছিল যে, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ত্রুটিপূর্ণ। এখন বলিতেছি যে, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাজেও যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়াছে। দুনিয়াকে অস্থায়ী মনে করিয়া স্থায়ী আখেরাতের জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি না। খুব বেশী চেষ্টা করিলে এতটুকু করি যে, নির্জনে বসিয়া কতকক্ষণ আল্লাহ্‌র দরবারে শুধু কান্নাকাটি করিলাম। আল্লাহ্‌র নহরে যেন পানির অভাব ঘটিয়াছে, দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দিয়া আল্লাহ্‌র উপর যেন অনুগ্রহ করা হইল, ইহাতেই আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্রয় করিয়া ফেলিলাম। তাঁহার নিকট দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলিলেই যেন সমস্ত পাপ মার্জিত হইয়া গেল এবং ভবিষ্যতে আরও পাপ করার অনুমতি পাওয়া গেল। এই দুই ফোঁটা অশ্রুই সমস্ত পাপের কাফ্‌ফারা হইয়া গেল। আসল ব্যাপার এই যে, অশ্রু বিসর্জন দিতে কোন কষ্ট হয় না এবং পয়সাও ব্যয় করিতে হয় না। কাজেই সংশোধনমূলক কার্য না করিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জন অবলম্বন করা হইয়াছে। এতদ্‌সম্পর্কে এক বেদুইনের ঘটনা আমার মনে পড়িল। সফরের সময় উক্ত বেদুইনের সঙ্গে একটি কুকুর ছিল, পথিমধ্যে কুকুরটি মরণাপন্ন হইয়া পড়িল। বেদুইন লোকটি কুকুরটিকে সম্মুখে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। জনৈক পথিক তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'কুকুরটি আমার সঙ্গী, আজ আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, এই শোকে ক্রন্দন করিতেছি।' পথিক বলিল, 'ইহার রোগ কি?' সে উত্তর করিল, 'ক্ষুধায় মরিতেছে।' মুসাফির দেখিল, তাহার নিকটেই পোটলায় কিছু বাঁধা রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহাতে কি?'

www.BANGLAKITAB.com

বলিল, 'শুষ্ক রুটির টুক্‌রা।' পথিক বলিল, 'তবে তোমার এত প্রিয় কুকুরটিকে ইহা হইতে কিছু খাইতে দিলে না কেন?'

گفت نايد بےدرم در راه نان ـ ليك هست اب دو ديده رائيگاں

"বলিল, ইহার সহিত আমার এমন বন্ধুত্ব নহে যে, পয়সার জিনিস তাহাকে খাওয়াইব। দুই চোখের অশ্রু বিসর্জনে পয়সা ব্যয় হয় না, কিছুক্ষণ বর্ষণ করিতেছি।" আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ, মহব্বতের পরিচয় দিতে আমরা কেবল কান্নাই শিখিয়াছি। ইহাতে কোন কষ্টও নাই, ব্যয়ও নাই। বন্ধুগণ! শপথ করিয়া বলুন, ক্ষুধা নিবারণের জন্য শস্য সংগ্রহে, আটা পিষাইতে এবং রুটি পাকাইতে যে পরিমাণ চেষ্টা আপনারা করিয়া থাকেন, আখেরাতের জন্যও কোন সময় এত চেষ্টা করিয়াছেন কি? কখনই করেন নাই। কেহ উপদেশ প্রদান করিলে বলিয়া থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিলে আখেরাতের সামান প্রস্তুত করিব। যেন (নাউযুবিল্লাহ্) ইহাতেও আল্লাহ্‌রই অপরাধ, নিজেদের কোন অপরাধ নাই। কোন কোন সময় বলেন, আমাদের ভাগ্যই খারাপ। দুনিয়ার ঝামেলার জন্য অবসর পাই কোথায়? ইহাতেও যেন আল্লাহ্‌র অপরাধ বলা হইতেছে— انا لله و انآ اليه راجعون ইহা কেমন ধর্ম! যদি কোন সময় বেশীর চেয়ে বেশী আখেরাতের খেয়াল আসেও, তখন নিজে কোন চেষ্টা না করিয়া বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট দো'আর জন্য আবেদন করা হয়।

যেমন বোম্বাই শহরের এক সওদাগর আমাদের হযরত হাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহর নিকট আবেদন জানাইলঃ "হুযূর! আমার জন্য দো'আ করিবেন, যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হজ্জের তাওফীক দান করেন।" তিনি বলিলেনঃ হাঁ, 'আমি দো'আ করিব, তোমাকেও এক কাজ করিতে হইবে। জাহাজ ছাড়িবার দিন আমাকে তোমার ব্যক্তিত্বের উপর পূর্ণ ক্ষমতা দান করিতে হইবে। আমি যাহা বলিব তাহা অমান্য করিতে পারিবে না। সে বলিলঃ হুযূর, এই ক্ষমতা লইয়া আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেনঃ 'যখন জাহাজ ছাড়িবে তখন তোমাকে ধরিয়া উহাতে চড়াইয়া দিব।' সে ব্যক্তি টালবাহানা করিতে লাগিল। হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) বলিলেনঃ ইহা কখনও হইতে পারে না যে, তুমি বিবি বাচ্চা লইয়া রাত্র-দিন আনন্দ ও আমোদ-আহ্লাদ করিতে থাকিবে; আর আমরা দো'আর জন্য থাকিব।

আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। নিজে কোন চেষ্টা করিব না। এদিকে উপদেশদাতাকে বলিবঃ 'আপনি আমার জন্য দো'আ করুন।' বিশেষ করিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের অবস্থা এই যে, ধর্মের কাজে তাহারা সকলের পশ্চাতে। আর দুনিয়ার কাজে এই শয়তানের মাসীরা সকলের আগে। আল্লাহ্ তা'আলার কথা কল্পনাও করে না। অবশ্য বউ-বেটিদের অলঙ্কার এবং কাপড়-চোপড়ের জন্য দিবারাত্র তাকীদ করিয়া থাকে। আমরা ইহাদিগকে কম সাহসী তখন মনে করিতে পারিতাম, যদি তাহারা দুনিয়ার কাজেও কম সাহসের পরিচয় দিত। অথচ এই নির্বোধেরা চিন্তা করিয়া দেখে না যে, দুনিয়ার জন্য চেষ্টা করিলে তাহা কোন সময় সফল হয়, আবার কোন সময় সফল হয়ও না। পক্ষান্তরে আখেরাতের চেষ্টা কখনও বিফল হয় না। কেননা, কেহ আখেরাতের কাজের জন্য চেষ্টা করিয়া যদি উহা সম্পন্ন করিতে নাও পারে, কিংবা পূর্ণ নাও হয় তথাপি সে সওয়াব পাইয়া থাকে। এই কথাটি হইতে সাধারণ লোকের আরও একটি ভুলের কথা জানা যাইতেছে। তাহাদিগকে

www.BANGLAKITAB.com

কোরআন শরীফ ছহীহ্ করিয়া লইতে বলা হইলে উত্তর দিয়া থাকে—"আমার কি আর এখন শিক্ষা করার সময় আছে? এখন বুড়া তোতা, আর কি পড়ি?" ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কেননা, আপনাদের কাজ শুধু চেষ্টা করা, ছহীহ্ হউক বা না হউক তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আপনি চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য না হইলেও চেষ্টার জন্য পূর্ণ সওয়াবই প্রাপ্ত হইবেন; বরং দ্বিগুণ সওয়াব পাইবেন। পরিশ্রমের এক সওয়াব এবং অকৃতকার্যতার জন্য দুঃখ এবং আক্ষেপ করার সওয়াব। কিংবা এরূপ বলুনঃ "পড়ার সওয়াব এবং পরিশ্রমের সওয়াব।" অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও সওয়াব পাওয়া যায় দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

وَالَّذِىْ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ

"যে ব্যক্তি আটকিয়া আটকিয়া কোরআন শরীফ পড়ে এবং উহাতে তাহার কষ্ট হয়, সে দুই সওয়াব প্রাপ্ত হইবে।"

অকৃতকার্যতাও সওয়াবের কারণঃ ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ অকৃতকার্যতা-কেও সওয়াবের কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। হযরত রাবেয়া বছরী হজ্জ-ক্রিয়া সমাধা করার পর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করিলেনঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি হজ্জ-ক্রিয়া সমাপন করিয়াছি, এখন আমাকে সওয়াব দান করুন, হজ্জ কবূল হউক বা না হউক। কেননা, হজ্জ কবূল হইলে তো কবূলকৃত হজ্জের সওয়াবদানের প্রতিশ্রুতিই আপনি দান করিয়াছেন। আর কবূল না হইলে তো মহাবিপদ।

از در دوست چه گویم بچه عنواں رفتم ـ همه شوق آمده بودم همه حرماں رفتم

"কি বলিব, প্রিয়জনের দ্বার হইতে কিভাবে ফিরিয়া যাইতেছি? পূর্ণ আগ্রহ সহকারে আসিয়া-ছিলাম, রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।"

আবার বিপন্ন ব্যক্তির জন্যও আপনি সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। সুতরাং সকল অবস্থাতেই সওয়াব দিতে হইবে। ফলকথা, সেই দরবারে চেষ্টা করিয়া বিফল হওয়াও সফলতা। বিনিময় অবশ্যই পাওয়া যাইবে; হযরত রাবেয়া সওয়াব প্রার্থনার জন্য যেই ভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন, উহা প্রেমাস্পদের অভিমান। সকলের জন্য ইহা সম্ভব নহে। আমরা তো এতটুকু বলিলেও অশোভন হইবে।

ناز را روئے ببایـد همچـوں ورد ـ چوں نداری گرد بد خوئی مگرد
پیش یوسف نازش و خوبی مکن ـ جز نیـاز و آه یعـقـوبـی مکن
عیب باشـد چشم نابینـا و باز ـ زشت باشـد روی نازیبـا و ناز

"প্রেমাভিমান করিতে গোলাব ফুলের মত সুন্দর চেহারা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে স্বভাব কর্কশ না করিয়া নম্র ও মধুর করিও। ইউসুফের সৌন্দর্যের সম্মুখে কেবল ইয়াকুবের ন্যায় কান্না-কাটিই শোভা পায়। উহার সম্মুখে সৌন্দর্য ও রূপের গৌরব করিও না। অন্ধ চক্ষুর জন্য পরাঙ্মুখতা বড় দোষ এবং বিশ্রী চেহারার পক্ষে প্রেমাভিমান বিস্ময়কর।"

www.BANGLAKITAB.com

ফলকথা, ইহা প্রেমাভিমানের ভঙ্গি বটে; কিন্তু মূল বক্তব্য এই যে, যখন নিজের ধারণানুযায়ী আ'মলকে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে গ্রহণীয় করার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু চেষ্টায় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেই দরবারের নিয়মানুযায়ী যদিও উক্ত আমল গ্রহণীয় হওয়ার যোগ্য নহে, তবুও তিনি অনুগ্রহপূর্বক কবূল করিয়া লইয়া ত্রুটিপূর্ণ আমলেরও বিনিময় প্রদান করিয়া থাকেন। অগ্রহণীয় কার্যের বিনিময় প্রদান করার অর্থ ইহাই। এই বিষয়টি তরীকতপন্থীদের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ, ধর্মের পথে চেষ্টা যদি সফল নাও হয় কিংবা দুর্বল হয়, তথাপি উহার বিনিময় বা পুরস্কার পাওয়া যাইবে।

বন্ধুগণ! আমলের পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারিলেও সওয়াব এবং নৈকট্যের উদ্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। আপনি যদি কোরআন ছহীহ্ করার জন্য চেষ্টা করিয়া সফলকাম নাও হন তাহাতে ক্ষতি কি? আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার চেষ্টার জন্য সন্তুষ্ট হইলেন। আমাদের একদল লোক কোন স্থানে এক ধর্মীয় কার্যের জন্য চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পারে নাই। তাহাতে জনৈক ফাসেক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়া বলিল—চেষ্টা করিয়া ইহাদের কি লাভ হইল? তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্র এক ভক্ত বান্দা রাগত স্বরে উত্তর করিলেনঃ

سودا قمار عشق میں شیریں سے کوھکن ۔ بازی اگر چہ پانہ سکا سر تو کھو سکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ھے عشق باز ۔ اے روسیاہ تجہ سے تو یہ بھی نہ ھو سکا

"পাহাড় খননকারী আশেক এশকের বাজি রাখিয়া যদিও শিরীনকে লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু নিজের মস্তক তো হারাইতে পারিয়াছে। কোন্ মুখে নিজকে এশ্কবাজ বা আশেক বলিয়া দাবী করিতেছ? হে পোড়ামুখো! তোমার দ্বারা তো তাহাও হইল না। মাওলানা রূমী বলিয়াছেনঃ

گر مرادت را مذاق شکر ھست ۔ بے مرادی نے مراد دلبر ست

"যদি তোমার সফলতায় মিষ্ট স্বাদ থাকে, তবে বিফলতার মধ্যেও স্বাদ আছে। কেননা, তাহাতেও প্রিয়জনের কামনা রহিয়াছে।" অর্থাৎ, সফলতার মধ্যে তো মজা এবং তৃপ্তি আছেই, বিফলতার মধ্যেও এক প্রকারের স্বাদ আছে, তাহা এই যে, প্রিয়জনও দেখিতে পাইলেন—আমি তাঁহাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সফলকাম হই নাই।

কবি বলেনঃ

ھمینم بس کہ داند ماہ رویم ۔ کہ من نیز از خریداران اویم

"আমার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সেই চন্দ্রমুখী জানে, আমিও তাহার একজন খরিদ্দার।" অর্থাৎ, সফলকাম না হইলেও ইহা কি কম সৌভাগ্য যে, তুমিও তাহার খরিদ্দারদের অন্তর্ভুক্ত হইলে। সেই ব্যক্তির জন্য আফসোস, যে ব্যক্তি খরিদ্দারদের লিষ্টিভুক্ত হইতে পারে নাই। মোটকথা, আখেরাত সেই মহামূল্যবান ধন, যাহার প্রার্থী বা প্রত্যাশী সফলকাম না হইয়াও বিনিময় এবং সওয়াবলাভের উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু এমন কোন বাবত নাই যে, কিছু না করিয়াও বিনিময় পাওয়া যাইতে পারে। অতঃপর আফসোস, আমরা দুনিয়া অর্জনের জন্য প্রত্যেক প্রকারের চেষ্টা ও তদ্বীর করিয়া থাকি, অথচ এখানে বিফলতা সমূলে নষ্ট হওয়া ব্যতীত কিছুই নহে। পক্ষান্তরে আখেরাতের কাজে বিফলতাও এক প্রকারের সফলতা। তথাপি তাহার জন্য আমাদের

www.BANGLAKITAB.com

চেষ্টা-তদবীর মোটেই নাই। আখেরাতের চেষ্টার ক্ষেত্রে যাহারা বিফলতার অভিযোগ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের উত্তরে কবি 'সারমাদ' কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

سرمد گله اختصارمی باید کرد ـ یك کار ازیں دو کارمی باید کرد
یا تن برضائے دوست می باید داد ـ یا قطع نظر زیار می باید کرد

'সারমাদ' অভিযোগ সংক্ষেপ কর, অর্থাৎ, বন্ধ কর। দুইটি কাজের মধ্যে কোন একটি কর। হয়তো প্রিয়জনের মর্জির উপর নিজেকে সোপর্দ করিয়া দাও, অথবা এই প্রিয়জনের প্রতি আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল।"

আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাহারও পুত্র বা অপর কোন আত্মীয়কে উঠাইয়া লন, তবে সে ব্যক্তির অভিযোগ করার কোন অধিকার নাই। কেননা, আপনারা কেহই নিজের নহেন; বরং সকলেই খোদার। আপনারাই যখন তাঁহার অধিকারভুক্ত, তখন আপনাদের যথাসর্বস্বই তাঁহার। যখন আপনার যাবতীয় বস্তুই তাঁহার, তখন তিনি উহা হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে বা লইয়া গেলে আপনার তাহাতে কি স্বত্ব বা অধিকার আছে?

এইরূপে যদি আপনি যেকের করেন বা নামায পড়েন; কিন্তু তাহাতে কোন স্বাদ না পান, তাহাতে আপনার ক্ষতি কি? মনে করুন, কোন চাকর তাহার প্রভুর খেত চাষাবাদ করিল; কিন্তু তাহাতে ফসল উৎপন্ন হইল না। এমতাবস্থায় চাকরের কান্নাকাটি করার কি প্রয়োজন? তাতে তাহার কি ক্ষতি হইয়াছে? এইরূপে আপনি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার যেকের করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মজা পাইলেন না। তাহাতে আপনার ক্ষতি কি? আপনি কাজে লাগিয়া থাকুন। সেই দরবারে বিফলকামও সফলকামতুল্য। এই মর্মেই মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

گر مرادت را مزاق شکر هست ـ بے مرادی نے مراد دلبر ست

আমলকারীর ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই ইহাকে ইহলোকে বিফলকাম বলা হইয়াছে। কিন্তু পরলোকে এই বিফলতার জন্যও পূর্ণ বিনিময় পাওয়া যাইবে। আফসোস, এমন মহাসম্পদের জন্য আমরা চেষ্টা করি না, যাহার প্রত্যাশী কখনও বিফলকাম হয় না। অথচ মৃতদেহতুল্য দুনিয়ার জন্য সদাসর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যাহাতে বিফল হইলে কেবল ক্ষতিই ক্ষতি এবং সফলকাম হইলেও তাহা নিছক অপূর্ণ এবং অস্থায়ী।

স্ত্রী-জাতির ইহলৌকিক লিপ্সুতা ঃ বিশেষ করিয়া স্ত্রী-জাতির দুনিয়ার জন্য প্রাণ দেওয়ার অবস্থা এই যে, তাহাদের একটা জামা প্রস্তুত করিতে হইলেও তজ্জন্য একটি কমিটি বসিয়া যায়। বলাবলি করে মাসী মা, দেখ তো ঘাড়টা ভাল কিনা? ইহার উপর লতাগুল্ম নক্‌শা লাগাইব, না পাতলা বুটা লাগাইব? কোন্‌টা ভাল দেখাইবে? যদি তাহাদিগকে বলা হয়, একটি জামা নির্মাণের জন্য সারা দুনিয়ার মানুষ জড় করিবার কি প্রয়োজন? যাহা নিজের পছন্দ হয় পরিধান কর, তবে উত্তর করিবে, বাঃ। ইহাই তো রীতি, খাও নিজের পছন্দে আর পর পরের পছন্দে। মেয়েদের মধ্যে আরও একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—"পেটের জন্য কিসের চিন্তা, তাহা প্রস্তরখণ্ড দ্বারাই পূর্ণ করিয়া লও না কেন; কিন্তু কাপড় মান উপযোগী হইতে হইবে।"

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধুগণ! এ সমস্ত মত্ততা এবং রীতি-নীতির কথা এই জন্য যে, একদিন আমাদিগকে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এ কথা কাহারও স্মরণ নাই। এই কারণেই আমার নিকট মেয়েদের পর্ব-অনুষ্ঠানে যোগদান করাই ক্ষতিকর বলিয়া মনে হয়। বিশেষত বার বার বেশ পরিবর্তনপূর্বক গমন করা নিতান্ত হীনতা এবং নীচতার পরিচায়ক। বলুন তো, শিশুদিগকে মূল্যবান কাপড় পরাইবার কি প্রয়োজন? চাই কি তাহারা উহাতে প্রস্রাব-পায়খানাই করুক। আবার বালিকাদিগকে এমনভাবে রত্নালঙ্কার সজ্জিত করা হয় যে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত কেবল অলঙ্কারই অলঙ্কার। এদিকে বালিকা নির্বোধ শিশু, উৎসব-অনুষ্ঠানের হট্টগোলের মধ্যে কোন কোন সময় সে উহা দেহ হইতে খুলিয়া জায়গায়-বেজায়গায় ফেলিয়া দেয়। অতঃপর উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্টের সীমা থাকে না, তদুপরি মনের অস্থিরতা তো আছেই। কাহারও প্রতি অযথা খারাপ সন্দেহ জাগিয়া উঠে, স্ত্রী-জাতির মধ্যে স্বভাবত অপরের প্রতি খারাপ সন্দেহ করার স্বভাব খুব প্রবল। তৎক্ষণাৎ কাহারও নাম লইয়াই বলিয়া ফেলে, এই কাজ অমুকের। সুতরাং অবোধ শিশুকে বাহিরে চলা-ফেরা করার সময় অলঙ্কার পরাইয়া দেওয়া মহাভুল। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে এই ঝোঁকই বিদ্যমান রহিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শিশুদের আগ্রহ এ বিষয়ে খুব প্রকট। শৈশবেই তাহাদের নাক, কান বিঁধাইয়া না দিলে কান্নাকাটি করিতে থাকে এবং জিদ ধরিয়া শেষ পর্যন্ত বিঁধাইয়াই লয়। যতই কষ্ট হউক না কেন তাহা অকাতরে সহ্য করিয়া লয়, ইহাতে বুঝা যায়, শিশুদেরও নিজেদের মতলব সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে। কিন্তু তাহা সে ব্যবহার করে দুনিয়ার ব্যাপারে, ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যবহার করে না।

এই কারণেই আমি বলিতেছিলাম, আমাদের কাজেও ত্রুটি রহিয়াছে। আর আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিক দিয়া তো যথেষ্ট ত্রুটি আছে। কেননা, আমলই যখন নাই তখন হাল বা কাইফিয়ত কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? হালের অর্থ—কোন বস্তুর খেয়াল অন্তরে এমনভাবে চাপিয়া বসা, যাহাতে কেবল সেই বস্তুই সর্বক্ষণ কল্পনাক্ষেত্রে বিরাজমান থাকে। আরেফ 'জামী' হালের বর্ণনা এইরূপে দিয়াছেন ঃ

بسکه در جان فگار وچشم بیدارم توئی ـ هرکه پیدا می شود از دور پندارم توئی

"আমার প্রেমাপ্লুত প্রাণে এবং সদা জাগ্রত চক্ষুতে একমাত্র তোমারই স্থান রহিয়াছে। দূর হইতে যাহাকিছু আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা তুমি বলিয়াই আমার ধারণা হয়।"

এই অবস্থাকে স্ত্রীলোকদের অপেক্ষমাণ মনের অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যখন তাহারা কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় থাকে, তখন তাহাদের কল্পনা ও ধ্যান কেবল দরজার দিকেই লাগা থাকে। একটু শব্দ কানে আসামাত্রই মনে করে—"এই তো বোধ হয় সে আসিয়াছে।" এখন বুঝিয়া লউন, আল্লাহ্ তা'আলা আমলের মধ্যে এই বরকত রাখিয়াছেন যে, তাহাতে ক্রমশ আখেরাতের আগ্রহ অন্তরে উৎপন্ন হয়, ফলে সদাসর্বদা আখেরাতের চিন্তাই অন্তরে জাগরিত থাকে, ইহাকেই 'হাল' বলে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে 'হালের' আরও একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তাহা তামাক বা জর্দা। স্ত্রী-জাতির মধ্যে কয়েকটি মুদ্রাদোষ বিদ্যমান আছে, নাকে, কানে, হাতে এবং গলায় অলঙ্কার পরিধান করা, কেবল মুখগহ্বরটি এই আপদ হইতে মুক্ত ছিল। অর্থাৎ, মুখের ভিতরে কোন অলঙ্কার পরা হয় না। তাহাই বা রক্ষা পাইবে কেন? ইহার জন্য তাহারা পান-জর্দার ব্যবস্থা করিয়াছে, ইহাতে অবশ্য প্রথম প্রথম মাথায় একটু চক্কর আসিয়া থাকে। পরিশেষে অভ্যাস এমন

www.BANGLAKITAB.com

দুর্দমনীয় হইয়া দাঁড়ায় যে, একটু বিলম্ব হইতেই সমস্ত ধ্যান, কল্পনা এবং খেয়াল কেবল ইহার প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপ্রতি আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হইয়া দাঁড়ায় যে, উহা না পাওয়া পর্যন্ত মন অস্থির এবং চঞ্চল থাকে।

প্রত্যেক কাজের আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা এই পর্যায়ে পৌঁছিলে উহাকে 'হাল' বলা হয়। নেক আমল করিতে করিতেও এরূপ প্রবল এবং দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। তখন অন্তরে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার কল্পনাই বিরাজমান থাকে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, হঠাৎ ক্রমে কোন পাপ কার্য তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া গেলে মনে হয় যেন কয়েক মন প্রস্রাব এবং পায়খানা তাহার মাথার উপর পতিত হইয়াছে। আবার কোন নেক কাজ করিতে পারিলেও রাজত্বলাভের সমতুল্য আনন্দ পায়। নেক আমলের প্রতিক্রিয়া এই যে, তাহাতে পাপ কার্যের প্রতি ঘৃণা জন্মে এবং মনে পরকালের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। বিশেষত তৎসঙ্গে যদি বুযুর্গ লোকের নেক দৃষ্টি পতিত হয় তবে তো সোনায় সোহাগা। যেমন কবি বলিয়াছেনঃ

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا ۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

"কিতাবের দ্বারাও নহে, ওয়ায-নসীহতের দ্বারাও নহে এবং পয়সার দ্বারাও নহে, কেবল বুযুর্গানে দ্বীনের নেক দৃষ্টির দ্বারাই ধার্মিকতা উৎপন্ন হয়।"

বুযুর্গানে দ্বীনের নেক দৃষ্টির ফলঃ ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিআল্লাহু আন্‌হুম)-এর মধ্যে সকলেই লেখাপড়া জানিতেন না; বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেক এমন সাদাসিধাও ছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভূত দ্রব্যও অনুভব করিতে পারিতেন না। যেমন 'ফতুহাতে ইসলামিয়াহ্' কিতাবে এক ছাহাবীর ঘটনার উল্লেখ আছে যে, সফরকালে কোন এক রাজকন্যার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইতেই তিনি তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন জানাইলেনঃ আমি অমুক শাহ্যাদীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। আপনি আমাকে একটি স্মারকলিপি লিখিয়া দিন যেন আমাদের জয় হইলে উক্ত শাহ্যাদীকে আমার হস্তে অর্পণ করা হয়। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাই করিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সেই দেশে জেহাদ হইলে উক্ত রাজকন্যা মুসলমানদের হাতে বন্দী হইল, উক্ত ছাহাবী হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত স্মারকলিপি সেনাপতিকে দেখাইলে সেনাপতি শাহ্যাদীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর মেয়েটির ভাই আসিয়া উক্ত ছাহাবীকে বলিলঃ তুমি ইহাকে আমার কাছে বিক্রয় করিবে কি? তিনি বলিলেনঃ 'হাঁ'। সে বলিলঃ মূল্য কত চাও, তিনি বলিলেনঃ হাজার টাকা। সে একহাজার টাকা লইয়া আসিলে তিনি বলিলেনঃ ইহা তো অতি সামান্য টাকা। আমি মনে করিয়াছিলাম একহাজার টাকা এত বেশী হইবে যে, তাহাতে আমার ঘর পূর্ণ হইয়া যাইবে। মেয়েটির ভ্রাতা সেনাপতির নিকট অভিযোগ করিল যে, এই লোকটি বিক্রয় করিয়া বিক্রীত দ্রব্য সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিতেছে। সেনাপতি তাঁহাকে বাধ্য করিলেন।—"তুমি যখন বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ, এখন আর উহা রাখিবার অধিকার তোমার নাই।" শেষ পর্যন্ত সমর্পণ করিতেই হইল। আর একজন গ্রাম্য ছাহাবীর কথা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, তিনি নামাযের পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিলেন—

اللهم ارحمنى و محمدا ولا تشرك فى رحمتنا احدا "হে খোদা! আমার এবং মোহাম্মদ

www.BANGLAKITAB.com

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের রহমতে কাহাকেও শরীক করিবেন না।" ইহা শুনিয়া হুযূর বলিলেনঃ لقد تحجرت واسعا 'তুমি একটি ব্যাপক বস্তুকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছ।'

অতঃপর তিনি নামাযের স্থান হইতে উঠিয়া মসজিদের আঙ্গিনায় যাইয়া প্রস্রাব করিতে লাগিলেন। ছাহাবা (রাঃ)-গণ তাহাকে নিষেধ করিলে বলিলেনঃ থাম, থাম। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ এখন ইহার প্রস্রাবে বাধা দিও না; যাহা হইবার তাহা হইয়াই গিয়াছে। সোবহানাল্লাহ্ কি হেক্‌মতের কথা! এখন তাহাকে বাধা দিলে প্রথমতঃ তাহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি, দ্বিতীয়তঃ যদি সে দৌড়াইতে আরম্ভ করে, তবে সমস্ত মসজিদই না-পাক করিয়া ফেলিবে। এমন সময় চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। অতঃপর হুযূর (দঃ) আদেশ দিলেনঃ "প্রস্রাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢালিয়া দাও।" আর বেদুইন ব্যক্তিকে ডাকিয়া নম্র ও স্নেহ-স্বরে বুঝাইয়া দিলেন, "মসজিদ নামায পড়িবার এবং আল্লাহ্‌র যেকের করিবার স্থান, এমন পবিত্র স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা উচিত নহে।" বেদুইন লোকটির সঙ্গে হুযূর (দঃ) এইরূপ ব্যবহার করিলেন। অপর দিকে দেখুন, তিনি শিক্ষিত ও সভ্য ছাহাবায়ে কেরামের সহিত এই জাতীয় ব্যাপারে কেমন কঠোর ব্যবহার করিতেন, একবার মসজিদের দেওয়ালের গাত্রে কফ দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গিয়াছিল।

মোটকথা, ছাহাবায়ে কেরাম সকলেই লেখাপড়া জানিতেন না; বরং তাঁহারা কেহ কেহ এমন সাদাসিধা ছিলেন যে, যাঁহাদের ঘটনা এইমাত্র আপনারা শ্রবণ করিলেন। তথাপি তাঁহারা সমগ্র উম্মতমণ্ডলীর মধ্যে উত্তম ছিলেন। এমন কি, হযরত গাউছুল আ'যমকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলঃ 'হযরত মোআবিয়া (রাঃ) শ্রেষ্ঠ ছিলেন, না হযরত ওয়াইস ক্বরণী এবং ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রঃ)।' তিনি উত্তর করিলেনঃ"হযরত মোআবিয়ার (রাঃ) ঘোড়ার নাকের মধ্যে যে ধূলি জমিয়াছিল, তাহাও হযরত ওয়াইস ক্বরণী এবং ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই ছিল যে, তিনি হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

সুতরাং আমলের সহিত যদি আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের দৃষ্টিও মিলিত হয়, তবে তাঁহার অবস্থা আরও শক্তিশালী হইয়া পড়ে এবং উদ্দেশ্য দ্রুত সফল হইয়া থাকে, কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিয়া 'হাল' অর্জন করা অসম্ভব; বরং তুমি কোন আগন্তুকের প্রতীক্ষায় যেমন দরজার দিকে তাকাইয়া থাক, তদ্রূপ আখেরাতের ধ্যান সর্বক্ষণ অন্তরে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। তবেই তুমি 'হালে'র পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারিবে। কাপড় পরিধানে, কাপড় রঙ্গাইতে এবং পানাহারে—মোটকথা, প্রত্যেক কার্যে আখেরাতের ধ্যান রাখিবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক কার্যেই তোমার মনে এই চিন্তা আসিবে—শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে, যেদিন আমি দুনিয়াতে থাকিব না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথারই তালীম দিয়াছেন। এক ছাহাবীকে বলিয়াছেনঃ 'হে আবদুল্লাহ্! সন্ধ্যায় প্রাতঃকালের কল্পনা বা চিন্তা এবং প্রাতে সন্ধ্যার চিন্তা করিও না। সর্বদা নিজেকে মৃত বলিয়া ধারণা করিও।' ইহা সত্য কথা যে, হাল উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত শুধু আমলের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। 'হাল'শূন্য আমলের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন—যেমন, রেলগাড়ীকে কুলিরা ধাক্কাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

নিতেছে। আর 'হাল'সহ আমলের দৃষ্টান্ত—যেমন, ইঞ্জিন রেলগাড়ীকে টানিয়া নিতেছে। এই মর্মেই কবি এরাকী বলিয়াছেনঃ

صنمـــاره قلنـــدر سزاوار بمن نمـــائی ـ كه دراز و دور دیـدم ره ورسم پار سائی

"হে আমার মুরশিদ! আমাকে আকর্ষণের পথ প্রদর্শন করুন। কেননা, এবাদত, রিয়াযত ও পরিশ্রমের পথ বড়ই দীর্ঘ এবং কঠিন বলিয়া মনে হইতেছে।"

এখানে 'আকর্ষণের পথ' বলিতে 'হাল'সহ আমল এবং এবাদতের পথ বলিতে নীরস সংসার-বিরাগ অর্থাৎ, 'হাল'বিহীন আমল উদ্দেশ করা হইয়াছে, যাহাতে উদ্দেশ্য বিলম্বে সফল হইয়া থাকে এবং তাহাও তত হয় না। এই মর্মেই মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

قال را بگـــذار مرد حال شو ـ پیش مرد کامـلےپامـــال شو

"কথার বাহাদুরী ত্যাগ করিয়া নিজের আমলের মধ্যে 'হাল' উৎপন্ন কর এবং কোন কামেল পীরের সম্মুখে নিজের অস্তিত্বের গর্বকে পদদলিত করিয়া দাও।"

বন্ধুগণ! চিন্তা করিয়া দেখুন, যদিও সর্ববিষয়ে আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, দুনিয়া ধ্বংস-শীল, তথাপি আমরা এই বিষয়ে আমলের এবং হালের দিক হইতে নিতান্ত অপক্ক। এই মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَاللهِ بَاقٍ "তোমাদের নিকট যাহা আছে—নিঃশেষিত হইয়া যাইবে এবং যাহাকিছু আল্লাহ্‌র নিকট আছে তাহা চিরস্থায়ী থাকিবে।"

সারমর্ম এই যে, দুনিয়াকে অস্থায়ী মনে কর। তদ্রূপ কাজও কর এবং প্রত্যেক সময় প্রত্যেক কাজে সেই বিশ্বাসকে মনের মধ্যে হাযির রাখ। তাহাতে 'হালের' পর্যায়ে পৌঁছিতে পারিবে। বিশ্বাসের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ পক্কতা ও দৃঢ়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে, নেক কাজ করিবার তাওফীক তাহার খুব বেশী হইবে। কেননা, মূল রোগ হইতেছে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট থাকা। ইহার একমাত্র চিকিৎসা হইল, সর্বক্ষণ দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাসকে হৃদয়ে হাযির রাখা এবং সর্বদা সে বিষয়ে ধ্যান করা। দুনিয়ার অন্যান্য বিষয়ে অস্থায়িত্ব অন্তরের সম্মুখে উপস্থিত রাখা একটু কষ্টকর হইলেও নিজের মৃত্যুর কথা মনের মধ্যে সর্বক্ষণ উদিত রাখিতে কোনই কষ্ট নাই। চন্দ্র-সূর্যের অস্থায়িত্বের চিন্তা কতক্ষণ করিবে? তুমি নিজের মৃত্যুর কথাই চিন্তা করিতে থাক। এই কারণেই হুযূরে আকরাম (দঃ) বলিয়াছেনঃ أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ "অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ কর।" দুনিয়া হইতে মন উঠাইয়া আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহার সারমর্ম এই যে, প্রত্যহ এক নির্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিবে—হে নফ্‌স! একদিন মরিতে হইবে এবং দুনিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এখন আমি ওয়ায শেষ করিতেছি এবং আমার আলোচ্য বিষয়ের অনুকূলে একটি কবিতার কতকাংশ আবৃত্তি করিতেছি। ইহার বিষয়বস্তু মৃত্যু-চিন্তার সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করি।

کل هوس اس طرح ترغـــیـب دی تهـی مجـهـےـخوب ملك روس هے اور سر زمـــین طوس هے
گر میسر هو تو کیـا عشرت سےکیجئے زنـدگی ـ اس طرف آواز طبـــل ادهـــر صدایے کوس هے

www.BANGLAKITAB.com

صبح سے تا شام جلتا رہے گلگوں کا دور ۔ شب ہوئی تو ماہر دیوں سے کنارو بوس ہے
سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے ۔ چل دکھاؤں تو جو قید از کا محبوس ہے
لے گئی ایکبار گی گور غریباں کی طرف ۔ جس جگہ جان تمنا سو طرح مایوس ہے
مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے ۔ یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے
پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشمت دنیا سے آج ۔ کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرت و افسوس ہے؟

"একদিন আমার কামনা আমাকে এইরূপে উৎসাহ প্রদান করিতেছিল—রুশ রাজ্য এবং তুসের ভূমি কত মনোহর। যদি তাহা অধিকারে আসে, তবে মহানন্দে জীবিকানির্বাহ করিতে পার। একদিকে দামামার শব্দ আর একদিকে ডঙ্কা নিনাদ। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শরাবে লিপ্ত এবং নিশার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সুন্দরী রমণীদের সহিত আলিঙ্গন। ইহা শুনিতেই সুমতি বলিয়া উঠিল, চল, আমি তোমাকে এক তামাশা দেখাইতেছি। তুমি যে লোভের কবলে আবদ্ধ হইয়াছ একবার চল, দেখ। অবশেষে আমাকে এক কবরস্থানে লইয়া গেল, যথায় কামনা ও বাসনার অন্তরে শত প্রকারে হতাশার উদয় হইয়া থাকে। তিনটি কবর আমাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল ঃ ইহা সেকান্দরের, ইহা দারার এবং ইহা কায়কাউসের কবর। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আক্ষেপ ও আফসোস ভিন্ন দুনিয়ার আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিন্দুমাত্র তাহাদের সঙ্গে আছে কি?" এই দারা ও সেকান্দর একদিন বিশ্বের অধিপতি ছিলেন। আজ তাহাদের কবরের উপর কেহ প্রস্রাব করিলে বাধা দিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। এই মর্মে আরও একটি কবিতাংশ শ্রবণ করুন ঃ

کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آگیا ۔ یکسرو استخوان شکستہ سے چور تھا
بولا سنبھل کے چل تو ذرا راہ بے خبر ۔ میں بھی کبھی کسی کا سرپر غرور تھا

"গতকল্য একটি মস্তকের খুলির উপর আমার পা পড়িতেই তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, উহা আমাকে বলিল ঃ ওহে সাবধান! একটু দেখিয়া-শুনিয়া পথ চল, কোন একদিন আমিও কোন ব্যক্তির গর্বিত মস্তক ছিলাম।"

শুধু মন নরম করার উদ্দেশ্যে আমি এই কবিতাগুলি পাঠ করিলাম। কবিতা পাঠে সাধারণত মন অধিক নরম হইয়া থাকে এবং কবিতা মনেও রক্ষিত থাকে। অন্যথায় কোরআন এবং হাদীসই আমাদের প্রকৃত এবং মূল জিনিস। মোটকথা, প্রত্যেক রাত্রিতে এতটুকু চিন্তা করিবেন যে, আমাকেও একদিন মরিতে হইবে। মৃত্যু অবশ্যই আসিবে, নফ্সকে যখন প্রতিদিন এইরূপে উৎপীড়ন করিবেন, তখন সে অবশ্যই সোজা পথে চলিয়া আসিবে। আমার উদ্দেশ্য এই নহে যে, দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সম্পর্ক ত্যাগ কর; বরং আমি বলি, সমস্ত কাজই কর, কিন্তু উহার সহিত মন লাগাইও না। ফল এই হইবে যে, যদিও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় নফ্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না, কিন্তু উহার জন্য মনে কোন লোভ থাকিবে না। এই লোভ বা মোহকে মন হইতে বিতাড়নের উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ইহারই চেষ্টা-তদ্‌বীর খুব গুরুত্বের সহিত করিয়াছেন এবং শিখাইয়াছেন। হাদীস শরীফ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কামনা, লোভ ও আকাঙ্ক্ষা হইতে

www.BANGLAKITAB.com

মানুষকে কেমন দৃঢ়তা সহকারে বারণ করিয়াছেন এবং উহার করণের জন্য কত প্রকারের উপায় ও চেষ্টা-তদবীর তা'লীম দিয়াছেন।

এখন দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদের অসতর্কতা এবং লোভ দূর করিয়া দেন এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও দুনিয়া হইতে বিরাগ এবং বীতশ্রদ্ধতা দান করেন। আর এই মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেন, যাহার মৃত্যু উপলক্ষে অদ্যকার এই ওয়ায অনুষ্ঠিত হইল এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনের অন্তরে ছবর দান করিয়া সকলকে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির তাওফীক দান করেন। —আমীন!

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

■

থানাভুন শহর, মুন্সী আকবর আলী ছাহেবের গৃহ
হিজরী ১৩৩১ সন, ৩০শা জমাদাল উখরা

www.BANGLAKITAB.com

আল-বাক্বী

[পরকালের স্থায়িত্ব]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ ط وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

অস্থায়িত্বের ঘোষণা অপরিহার্য

"তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা চিরস্থায়ী থাকিবে, যাহারা দৃঢ়পদ রহিয়াছে, তাহাদের নেক কার্যের বিনিময়ে আমি তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার অবশ্যই প্রদান করিব।"

এই আয়াতটিরই প্রথমাংশ ما عندكم ينفد সম্বন্ধে (আল-ফানী শীর্ষক নামে) গতকল্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশ ما عند الله باق "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যাহা আছে তাহা অবিনশ্বর" বর্ণনা করা হয় নাই। তাহাই এখন বর্ণনা করার ইচ্ছা করিতেছি। মোটের উপর এই আয়াতটিতে দুইটি বিষয় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে—(১) যাহা তোমাদের নিকট আছে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, (২) আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যাহা আছে তাহা চিরস্থায়ী থাকিবে। প্রথম বিষয়টি গতকল্য বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিরুক্তির প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু তাহা কেহ অস্বীকারও করিতে পারে না। ইহাতে একটু সন্দেহ এই থাকে যে, ইহা অনস্বীকার্য ও স্পষ্ট হইলে তৎসম্বন্ধে খবর দেওয়ারই প্রয়োজন কি ছিল? ব্যাপার এই যে, সংসার এবং তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুর খেয়াল মানুষের হৃদয় হইতে দূর করাই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর উহার প্রচলিত পন্থা হইল, বিদূরণীয় পদার্থের কোন দোষের উল্লেখ করা। কিন্তু প্রিয় পদার্থের যেই দোষই বর্ণনা হউক না

www.BANGLAKITAB.com

কেন—প্রেমিক উহার কোন বিকল্প ব্যাখ্যা করিয়া লয়। ফলে তাহার অনুরাগ নষ্ট হয় না। যেমন, কবি মুতানাব্বী বলিয়াছেনঃ

عَذْلُ الْعَوَاذِلِ حَوْلَ قَلْبِيْ التَّائِهِ ـ وَهَوَى الْاَحِبَّةِ مِنْهُ فِيْ سَوْدَائِهِ

"তিরস্কারকারীদের তিরস্কার হৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে থাকে, আর প্রিয়জনের মহব্বত অন্তরের অন্তঃস্থলে অবস্থিত।" আল্লাহ্ তা'আলা যদি পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থের দোষাবলী বর্ণনা করিতেন, তবে সংসারানুরাগী ব্যক্তিগণ তৎসম্বন্ধে তর্ক জুড়িয়া দিত এবং সংসারানুরাগ অন্তর হইতে দূর হইত না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা উহার যাবতীয় দোষের মধ্য হইতে এমন একটি দোষ বর্ণনা করিলেন যাহা সম্বন্ধে তাহাদের কোন উত্তরই চলে না। আল্লাহ্ তা'আলার কথার সারমর্ম এই যে, "সংসারানুরাগীগণ! আমি ক্ষণেকের জন্য মানিয়া লইতেছি যে, দুনিয়া মনোরমও বটে, সর্বপ্রকার শান্তিদায়কও বটে, উহার সবকিছুই অর্থপূর্ণ; কিন্তু তাহাতে এমন একটি দোষ রহিয়াছে যাহা সর্বপ্রকারের গুণকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। দোষটি হইল এই—উহা অস্থায়ী এবং অনিত্য। অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংবাদ প্রদানের এক কারণ তো এই হইল। আরও একটি কারণ এই যে, পার্থিব পদার্থসমূহের মধ্যে 'অস্থায়িত্ব' ছাড়া অপর কোন দোষ এরূপ নাই, যাহা সর্ব-পদার্থের মধ্যে ব্যাপক; বরং ইহা ভিন্ন আর যেসমস্ত দোষ সেগুলি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থকে অন্তর হইতে দূর করিতে হইলে বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করিতে হইত। যেমন, কোন বস্তু সম্বন্ধে বলা হইত—ইহা মনোরম নহে। কোনটি সম্বন্ধে বলা হইত, ইহা ক্ষতিকর ইত্যাদি। আবার উহাদের মধ্যে কোনটির দোষ প্রমাণসাপেক্ষ এবং কোনটির দোষ প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে। সুতরাং প্রমাণ-সাপেক্ষ দোষাবলী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইত এবং বিবিধ ধারায় দীর্ঘ-সূত্র আলোচনা সত্ত্বেও তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব হইত না এবং ইহার ন্যায় এত অর্থবোধকও হইত না এবং এমন নিরুত্তরকারীও হইত না। সুতরাং এমন একটি গুণ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ব্যাপকও বটে, স্পষ্টও বটে এবং পার্থিব বস্তুসমূহের অনুরাগ অন্তর হইতে দূর করিতে সম্পূর্ণ সক্ষমও বটে। সোবহা-নাল্লাহ্! কেমন ব্যাপক অথচ সংক্ষিপ্ত বাক্য! মোটকথা, এই গুণটি অনস্বীকার্য হওয়া সত্ত্বেও কেবল দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হইতে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

এস্থলে পুনরায় কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে যে, আসমান-যমীন অস্থায়ী নহে? ইহার উত্তর প্রথমতঃ এই যে, জ্ঞানসম্মত প্রমাণ দ্বারা ইহাদের অস্থায়িত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কালামে আমাদের আভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, যে-সমস্ত পদার্থের সহিত আমাদের মহব্বতের সম্পর্ক রহিয়াছে উহাদের নিন্দাবাদ দ্বারা উক্ত মহব্বত-সম্পর্ককে বিদূরিত করিয়াছেন। বস্তুত আসমান এবং যমীনের সহিত আমাদের মহব্বত-সম্পর্ক নাই।

এবাদত করার স্বাভাবিক কারণঃ অবশ্য মহব্বত-সম্পর্ক না থাকিলেও নানাবিধরূপে আসমান-যমীনের সহিত আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আসমান-যমীন বরং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থেরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু আসমান-যমীন আমাদের মুখাপেক্ষী নহে। মানুষ না হইলে পৃথিবীর কোন পদার্থেরই কোন ক্ষতি হইত না। এককালে মানুষ ছিল না; অথচ আসমান, যমীন, গাছপালা, পাথর এবং সর্বপ্রকারের প্রাণী সবকিছুই ছিল, ধর্মবিহীন এবং ধর্মানুসারী সকলেই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে এমন কোন কাল অতীত হয় নাই

www.BANGLAKITAB.com

যাহাতে মানুষ ছিল, কিন্তু অন্য কোন পদার্থ ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের কথাও স্বতন্ত্র, কোন একটি পদার্থের অভাব ঘটিলেও মানুষের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িবে। অতএব, বুঝিতে হইবে—সমস্ত পদার্থই মানুষের প্রয়োজনীয়। কিন্তু মানুষ অপর কোন পদার্থের প্রয়োজনীয় বলিয়া দেখা যায় না। অর্থাৎ, মানুষ না হইলে কোন পদার্থের কোন ক্ষতি হয় না অথচ পার্থিব পদার্থসমূহের কোন একটি অভাবে মানুষ হয়তো ধ্বংসপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়া যাইবে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, মানুষ ভিন্ন অন্যান্য পদার্থ একে অন্যের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, প্রত্যেকে মুখাপেক্ষীও বটে এবং মুখাপেক্ষিতও বটে। অথচ মানবজাতি কেবল পরের মুখাপেক্ষীই বটে, কিন্তু কোন পদার্থই তাহাদের মুখাপেক্ষী নহে। ব্যাপার যখন ইহাই, তখন মানুষ ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্যই বুঝা যায় না যে, এই জাতিকে কোন্ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। আবার ইহা তো সত্য কথা যে, ইহাদের সৃষ্টি (নাউযুবিল্লাহ্) উদ্দেশ্যহীন এবং অনর্থক নহে এবং সৃষ্ট পদার্থসমূহের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানুষের সৃষ্টি নহে। সুতরাং অবশ্যই বুঝা যায়, সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাজে লাগার অর্থ এই নহে যে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন কাজ করিবে। আল্লাহ্ নিজ কাজে-কর্মে কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন; বরং তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সেব্য এবং নিজের সেবক হওয়ার উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের বিপরীত এমনভাবে চলিয়াছি যে, সৃষ্টিকর্তাকে ত্যাগ করিয়া সৃষ্টজীবের সেবক হইয়া পড়িয়াছি। কেহ মাতার সেবক, কেহ সন্তানের সেবক, কেহবা দালান কোঠার, কেহবা বাগ-বাগিচার, কেহবা গবাদিপশুর সেবক হইয়াছি এবং ইহারই নাম দিয়াছি উপার্জন করা এবং খাওয়া। হাঁ, এক অর্থে ইহাকে উপার্জনও বলা যাইতে পারে। যেমন, মেথর উপার্জন করিয়া থাকে—তদ্রূপ আমরাও উপার্জন করি আর খাই। আমরা যেন মেথর হইয়া পড়িয়াছি। আল্লাহ্ পাক মানুষকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ তাহা হইতে বিমুখ হইয়া সেবক সাজিয়াছে। কি দুর্ভাগ্য! সারা জগতের সেব্য হওয়ার জন্য তাহার সৃষ্টি, অথচ সে দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থের সেবায় নিজের সময় নষ্ট করিতেছে। অতএব, প্রমাণ হইল যে, মানুষ খোদার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। খোদার উপকারের জন্য নহে; বরং তাঁহার সেবা ও এবাদত করিয়া নিজে উপকৃত হওয়ার জন্য।

ইহা অপ্রাসঙ্গিকরূপে মধ্যস্থলে ব্যক্ত করিলাম, আমার মূল বক্তব্য এই ছিল যে, যদিও মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সকল পদার্থের মুখাপেক্ষী, কিন্তু অন্যান্য ব্যবহার্য পদার্থসমূহের সহিত যেমন তাহার মহব্বত-সম্পর্ক বিদ্যমান, আসমান-যমীনের সহিত তেমন সম্পর্ক নাই। অথচ এই সমস্ত পদার্থের অস্থায়িত্ব স্পষ্ট ব্যাপার। আসমান-যমীনের অস্থায়িত্বের কথা যদিও এই আয়াতে উল্লেখ হয় নাই, তাহাতে আয়াতের আসল উদ্দেশ্যে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। বিচিত্র নহে যে, ما عندكم "তোমাদের হস্তস্থিত বস্তুসমূহ" বলিতে আমাদের এইসব প্রিয় পদার্থসমূহই উদ্দেশ করা হইয়াছে। মোটকথা, কোরআন শরীফ একটি রূহানী চিকিৎসাগ্রন্থ। চিকিৎসাগ্রন্থে রোগ ও সুস্থতার প্রেক্ষিতে আলোচনা হইয়া থাকে। সুতরাং যেসমস্ত পদার্থের সহিত আমাদের আন্তরিক মহব্বত রহিয়াছে, কেবল সেগুলির অস্থায়িত্ব বর্ণনাই লক্ষ্যস্থল। এই কারণেই ينفد অর্থাৎ, 'নিঃশেষ হইয়া যাইবে' বাক্যে উক্ত প্রিয় বস্তুসমূহই অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যমীন এবং আসমান সম্বন্ধে কোন আলোচনাই এখানে থাকিবে না। অতএব, আসমান-যমীন যদি স্থায়ী পদার্থও হয়, তথাপি

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোন হানি হইবে না। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে ইহাদের অস্থায়িত্ব সপ্রমাণিত রহিয়াছে। মানুষের বাসগৃহ, ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততির প্রতিই মনে আকর্ষণ থাকে, সুতরাং ماعندكم বলিতে সেই সমস্ত পদার্থই উদ্দেশ্য হইবে। যেমন, মধ্যস্থলে আল্লাহ্ তা'আলা একই আয়াতে এই সমস্ত পদার্থের ফিরিস্তিও বর্ণনা করিয়াছেনঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللهُ بِاَمْرِهٖ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ○

"হে মোহাম্মদ (দঃ), আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের পুত্র, প্রপৌত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের পরিবার, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ এবং তোমাদের ব্যবসায়, যাহা মন্দা পড়িবার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসগৃহ যাহা তোমরা পছন্দ করিতেছ—এই সমুদয় আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল অপেক্ষা এবং তাঁহার রাস্তায় যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয়, তবে প্রতীক্ষা করিতে থাক, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম আসিয়া পৌঁছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা অবাধ্যগণকে হেদায়ত করেন না।" আর এক স্থানে বলিতেছেনঃ

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَهَا وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ○

"তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে এক নিদর্শন স্থাপন করিতেছ? যাহাতে খেল-তামাশা করিতেছ এবং সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করিতেছ? যেন ইহাতেই চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।"

বস্তুত মানুষ এমন প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করে, যাহাতে মনে হয় যে, তাহারা সকলে এখানেই বাস করিবে এবং বড় আমোদ-আহ্লাদে দিনাতিপাত করিবে। কদাচ কল্পনাও হয় না যে, এখান হইতে অন্যত্র যাইতে হইবে। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

اَلَا يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلّٰى ـ سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيْبٍ فِى التُّرَابِ
لَهٗ مَلَكٌ يُّنَادِىْ كُلَّ يَوْمٍ ـ لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ
قَلِيْلٌ عُمْرُنَا فِىْ دَارِ دُنْيَا ـ وَمَرْجِعُنَا اِلٰى بَيْتِ التُّرَابِ

"স্মরণ রাখিও, হে উচ্চ অট্টালিকার অধিবাসী! শীঘ্রই তুমি মাটির নীচে প্রোথিত হইবে। তাঁহার একজন ফেরেশ্‌তা আছে, সে প্রত্যেক দিন সম্বোধন করিয়া বলে, মৃত্যুর জন্য বাঁচিয়া থাক এবং ধ্বংস হওয়ার জন্য গৃহ নির্মাণ কর, পৃথিবীতে আমাদের আয়ুষ্কাল অতি অল্প এবং আমাদের সকলেরই গন্তব্যস্থান মাটির গৃহ।"

নবজাত শিশুর কর্ণে আযান দেওয়ার রহস্যঃ জনৈক সূক্ষ্মদর্শী লিখিয়াছেনঃ নবজাত শিশুর কর্ণে আযানের শব্দ উচ্চারণ করার মধ্যে রহস্য এই যে, তাহাকে শুনান হয়—এই আযানকে নামাযের একামত মনে কর। এখন হইতে জানাযার নামাযের প্রতীক্ষায় থাক। এতদ্ভিন্ন আরও একটি রহস্য আছে—আযান এবং তাক্‌বীরে আল্লাহ্‌র নাম রহিয়াছে। নবজাত শিশুর কর্ণে আযান

www.BANGLAKITAB.com

ও একামতের শব্দগুলি অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নাম এই জন্য উচ্চারণ করা হয়, যেন ঈমানের যোগ্যতা ও শক্তি সবল হয়, শয়তান তাহা হইতে দূর হইয়া যায়। উভয় যুক্তির মধ্যে যেন এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সংসারে অসতর্ক থাকা উচিত নহে। কিন্তু আমাদের অসতর্কতা চরমে পৌঁছিয়াছে। এতটুকু বিষয়ের খেয়ালও আমাদের নাই।

সূক্ষ্মদর্শীদের উপহাস ঃ যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত, তাঁহারা সংসারের যাবতীয় পদার্থকে তুচ্ছ মনে করেন; বরং নিজেদের অস্তিত্বকে এমনিভাবে বিলীন করিয়া দিয়াছেন যে, নিজেদেরকে জীবিতই মনে করেন না; বরং মৃত বলিয়া মনে করেন। কোন একজন বুযুর্গ লোক নিজের সন্তান-গণকে বলিতেন ঃ আফসোস, ইহারা এতীম হইয়া গেল। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের সুদৃঢ় ঘর-বাড়ী দেখিয়া চিন্তাশীল লোকগণ হাস্য করেন এবং এ সমস্ত ঘর-বাড়ী নির্মিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইহাদের ধ্বংস এবং অস্থায়িত্ব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

বালিকারা একত্রিত হইয়া খেলার ছলে বালির ঘর নির্মাণ করে। অতঃপর তাহাদেরই একজন উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে অন্যান্য বালিকারা তাহার সহিত ঝগড়া করে—তুই আমাদের ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিস্। আমরা বালিকাদের এই কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া থাকি এবং মন্তব্য করি, "ইহাও একটা ঘর! ইহা ভাঙ্গার জন্য আবার ঝগড়া।" এইরূপে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ আমাদের পাকা বাড়ী-ঘর এবং তাহা লইয়া আমাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ দেখিয়া হাসেন। তাহারা এ সমস্ত পাকা বাড়ী-ঘর ধ্বংস হওয়াকে বালিকাদের বালির ঘর ধ্বংস হওয়ার সমতুল্যই মনে করিয়া থাকেন। আপনারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, কত বিরাট বিরাট অট্টালিকাসমূহ জনশূন্য অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। ইহাতে অবস্থানকারীদের মনে কত বড় বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তাহারা কত রঙ্গিন রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিতে-ছিল; কিন্তু তাহাদের সর্বপ্রকারের আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

যেমন, শেখ চুল্লীর ঘটনা—পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, এই তেলের কলসীটি বহন করিয়া লও, তোমাকে এক পয়সা দিব। শেখ চুল্লী কলসীটি বহন করিয়া লোকটির পাছে হাঁটিতে হাঁটিতে কল্পনা করিতে লাগিল—এই একটি পয়সা দ্বারা একটি মুরগীর ডিম ক্রয় করিব। তাহা বিক্রয় করিয়া আবার ডিম ক্রয় করিব। এইরূপে অনেক পয়সা হইলে তদ্দ্বারা একটি মুরগী খরিদ করিব। মুরগী অনেক হইয়া গেলে তাহা বিক্রয় করিয়া বকরী খরিদ করিব। আবার বকরী অনেক হইলে তাহা বিক্রয় করিয়া মহিষ এবং মহিষ বিক্রয় করিয়া ঘোড়া এবং ঘোড়া বিক্রয় করিয়া হাতী ক্রয় করিব। অতঃপর বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া এক উযীর কন্যাকে বিবাহ করিব। তখন আমার সন্তান জন্মিবে এবং সে বলিবে, আব্বা আব্বা! আমাকে পয়সা দাও, আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিব, "দূর হ।" এই কথাটি উচ্চারণ করিতেই মাথা নড়িয়া উঠিল এবং মাথার উপর হইতে তেলের কলসীটি পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। লোকটি তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন শেখ ছাহেব বলেন ঃ খোদার বান্দা! তোমার তো শুধু এক কলসী তেলই নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমার সমস্ত পরিবারই ধ্বংস হইয়া গেল।

আমরা শেখ চুল্লীর অলীক কল্পনার কথা শুনিয়া হাসিয়া থাকি; কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের প্রত্যেকেই শেখ চুল্লী। দিবারাত্রি কল্পনা করিয়া থাকি, আমার বিবাহ হইয়া গেলে কি উত্তম হইত! বিবাহ হইলে আবার সন্তানের আকাঙ্ক্ষা হয়, সন্তান হইলে আবার সন্তানের সন্তান কামনা করিতে থাকি। এরূপ অবস্থার মধ্যে মৃত্যু আসিয়া পড়ে এবং কামনা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

www.BANGLAKITAB.com

وَمَا قَضٰى اَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهُ ـ لَا يَنْتَهِىْ اَرَبٌ اِلَّا اِلٰى اَرَبٍ

"পৃথিবীতে কোন মানুষই নিজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে নাই। এক প্রয়োজন শেষ হইলে আর এক প্রয়োজন পাছে লাগিয়া যায়।

ধার্মিক লোকের আত্মপ্রবঞ্চনা ঃ এ পর্যন্ত যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা হইল ধর্ম সম্বন্ধে বে-পরোয়া লোকের অবস্থা, আর যাহারা ধার্মিক নামে পরিচিত এবং যাহাদের আখেরাত সম্বন্ধে কিছু চিন্তা আছে, তাহারা এরূপ প্রতিশ্রুতির মধ্যে লিপ্ত আছে যে, অমুক কার্যটি সমাধা করিয়া লই, অতঃপর সবকিছু ত্যাগ করিয়া কেবল 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' করিব। কোন কবি এ সম্বন্ধে বলেন ঃ

هر شبے گویم که فردا ترك ایں سودا کنم ـ باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

"প্রত্যেক রাত্রে এরূপ বলিয়া থাকি, আগমীকল্য এই কল্পনা ছাড়িয়া আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা আরম্ভ করিব? আবার পরবর্তী দিন আসিলে ঠিক ইহাই বলি যে, আগামীকল্য ত্যাগ করিব।" এইরূপে সমস্ত আয়ুই শেষ হইয়া যায়; মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে তখন অবস্থা এরূপ দাঁড়ায়—যাহা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

"অর্থাৎ, মৃত্যু উপস্থিত হইলে মানুষ বলিবে; প্রভো! সামান্য সময়ের জন্য আমাকে অবকাশ দেওয়া হইলে আমি দান-খয়রাত করিয়া নেক্‌কার লোকদের দলভুক্ত হইতে পারিতাম।" কিন্তু আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا "আল্লাহ্ কোন প্রাণীকেই অবকাশ প্রদান করিবেন না—যখন উহার নির্দিষ্ট সময় আসিয়া পৌঁছিবে।" অর্থাৎ, সে নবীই হউক আর ওলীই হউক, নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হইয়া গেলে আর অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। তখন প্রত্যেক মুমূর্ষু ব্যক্তি কামনা করিবে—"সারা দুনিয়ার ধনভাণ্ডার আমার হইলে তাহার বিনিময়েও বস্তুত একটি দিনের অবকাশ গ্রহণ করিতাম।" কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে না।

হযরত সুলায়মানের চেয়ে বড় কে আছে? বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ নির্মাণকালে তাঁহার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি নিবেদন করিলেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্! অন্তত মসজিদটি সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত আমাকে সময় দিন; নচেৎ ইহা অসমাপ্তই থাকিয়া যাইবে।" নির্দেশ আসিল ঃ "সময় দেওয়া সম্ভব নহে, তবে মসজিদের কাজ সমাধা হইয়া যাইবে। তুমি লাঠি ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাক।" তিনি তাহাই করিলেন। এই অবস্থায়ই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তাঁহার প্রাণহীন দেহকে দণ্ডায়মান দেখিয়া জ্বিনেরা মনে করিত, স্বয়ং হযরত সুলায়মান দণ্ডায়মান আছেন, কাজেই মসজিদের কাজ অবিরাম চলিতে লাগিল এবং সমাপ্ত হইল। এক বৎসরের মধ্যে লাঠিটিকে উই পোকা খাইয়া ফেলিলে প্রাণহীন দেহ পড়িয়া গেল এবং হিসাব করিয়া দেখা গেল—মৃত দেহটি এক বৎসর পর্যন্ত প্রাণহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল।

দেখুন, সুলায়মান নবী ছিলেন এবং কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণের, তবুও সময় প্রদান করা হয় নাই। অতএব, যদি এই অপেক্ষাই করিতে থাকেন যে, অমুক কাজ সম্পন্ন হইলে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মনোযোগ প্রদান করিব, তবে স্মরণ রাখিবেন, এমন সময় কখনও আসিবে না।

www.BANGLAKITAB.com

ইহার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেওয়াই দুনিয়ার ঝামেলা হইতে পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায়। দুনিয়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার দিন আমরা বহু দূরবর্তী বলিয়া মনে করি; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা অতি নিকটবর্তী। চিন্তা করিয়া দেখুন, আমাদের পিতা-পিতামহ কোথায় গেলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তো উদীয়মান পুত্র, পৌত্রও চোখের সামনেই চলিয়া যায়। আর যদিও আমাদের মৃত্যুর পরেই সন্তানের মৃত্যু হয়, তাহাতেই বা ফল কি? আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো যাবতীয় কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। মানুষ নিজের নাম জীবিত থাকার জন্য সন্তানের কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু নামের প্রকৃত তথ্য এই যে, বাপ-দাদা পর্যন্ত সকলেরই স্মরণ থাকে, এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র, অমুকের নাতি। কিন্তু ইহার পরবর্তী স্তরে প্রপিতামহ এবং তদুর্ধ্বতন পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করিলে অপরে তো দূরের কথা, স্বয়ং সন্তানেরাই বলিতে পারে না। মোটকথা, দুনিয়া কিছুই নহে, সমস্তই কল্পনা এবং কামনা, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা কোন বস্তুই নহে। কোন একটি জীবনচরিতে কবরবাসীদের লড়াইয়ের কথা লিখিত আছে। আপনারা কখনও হয়তো মৃত লোকদের লড়াইয়ের কথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু এই কাহিনী হইতে জানিতে পারিবেন। কোন এক কবরস্থানে একটি কবর গাত্রে লিখিত ছিলঃ "আমি সেই মহাপুরুষের পুত্র, বায়ু যাঁহার অধীন ছিল।" ইহাতে বুঝা গেল, এই ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সন্তান। আর একটি কবরে লিখিত ছিল, সে সুলায়মান (আঃ)-এর পুত্র নহে; বরং এক কর্মকারের পুত্র, যাহার নিকট 'হাপর' থাকে। যাক, ইহা একটি কৌতুক কথা ছাড়া আর কিছুই নহে! বস্তুত বায়ু যাঁহার অধীন ছিল—অর্থাৎ, সুলায়মান (আঃ), তিনিও আজ জগতে নাইঃ

که برباد رفتے سحر گاه و شام ـ سریر سلیمان علیه السلام
بآخر نه بینی که برباد رفت ـ خنک آنکه باعدل و باداد رفت

"সুলায়মানের (আঃ) সিংহাসন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বায়ুর উপর চলিত। পরিশেষে তুমি দেখিয়াছ যে, তাহাও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান, যিনি ন্যায়নিষ্ঠা ও ন্যায়-বিচারের সহিত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।"

যদি কামনানুযায়ী সন্তান বংশ পরম্পরায় হইতেও থাকে, পরিশেষে এই পারম্পর্যেরও একদিন অবসান ঘটিবে। আমাদের চোখের সম্মুখেই কত বড় বড় সমাজ এবং বংশের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। সংসারে দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকেই ভাগ্যবান মনে করা হয়। অথচ দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকে অধিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। কেননা, তাহার সম্মুখে তাহার যুবক যুবক আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু ঘটে। সেই শোকের আগুন তাহাকে পোহাইতে হয়। অবশ্য এই বিপদ তাহাদেরই সহিতে হয়, যাহাদের অন্তর সংসারের প্রতি আকৃষ্ট থাকে।

আল্লাহ্ওয়ালাদের পেরেশানী নাইঃ যাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট, কোন বিপদই তাঁহাদিগকে দুঃখিত এবং অধীর করিতে পারে না। আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তাঁহাদের অন্তরে কোন দুঃখই হয় না। স্বাভাবিক দুঃখ অবশ্যই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই দুঃখে তাঁহারা সীমা লঙ্ঘন করেন না। আদবের খেলাফ কিংবা অভিযোগের কোন শব্দ তাঁহাদের মুখ হইতে নির্গত হয় না। তাঁহাদের হৃদয় সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। বাহ্যদৃষ্টিতে এখানে সন্দেহ হয়, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব যে, দুঃখও হইয়া থাকে এবং সন্তুষ্টও থাকে? একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর আমি বুঝাইতেছি। মনে করুন, এক ব্যক্তির দেহে ফোড়া উদ্গত

www.BANGLAKITAB.com

হইয়াছে। সে ভীষণ কষ্ট পাইতেছে, চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন, ইহাতে অস্ত্রোপচার না করিলে মূল বিনষ্ট হইবে না। তদনুযায়ী অস্ত্রোপচারককে ডাকিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দেওয়া হইল, "ইহা কাট।" অস্ত্রোপচারক অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে, রোগী কষ্টও পাইতেছে, কিন্তু মনে মনে বেশ সন্তুষ্ট, এখনই আরাম হইবে, মাঝখানে যদি চিকিৎসক অস্ত্র প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দেয় কিংবা চালাকি করিয়া কোথাও চলিয়া যায়, তখন রোগী বলে, অস্ত্র কেন সরাইয়া লইলে? আমার কষ্ট ও ভয়ের কারণে তুমি নিজের কাজ বন্ধ করিও না। আমাকে ভয় করিতে দাও, রোগ তো আরোগ্য হইবে।

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের দৃষ্টান্তও ঠিক এইরূপই বটে। পার্থিব বিপদ-আপদে তাঁহারা স্বাভাবিক দুঃখ-কষ্টও অনুভব করেন, কিন্তু অন্তরে সন্তুষ্ট থাকেন। "প্রকৃত মাহ্‌বুব আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতেই আমাদের মঙ্গল এবং হেকমত নিহিত আছে!

بدرد و صاف تراحکم نیست دم درکش ـ که آنچه ساقی ما ریخت عین الطاف ست

"শান্তি ও অশান্তি এবং সুখ ও দুঃখের বিষয় সিদ্ধান্ত করার কোন অধিকার তোমার নাই। প্রকৃত মাহবুবের তরফ হইতে যাহাকিছু প্রদত্ত হয় তাহাই যথার্থ মেহেরবানী।"

আল্লাহ্‌ওয়ালা এবং দুনিয়াদারের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ খোদাকে খোদা মনে করেন। (নাউযুবিল্লাহ্) কুটুম্ব মনে করেন না। পক্ষান্তরে দুনিয়াদারগণের কার্যকলাপে মনে হয়, তাহারা আল্লাহ্‌কে নিজের ঋণী কিংবা আত্মীয় মনে করিয়া থাকে। কামনা বা আক্ষেপ প্রকাশ করা খোদার সহিত লড়াই করারই নামান্তর; কিন্তু যেহেতু আমরা সংসারাসক্ত এবং আখেরাত হইতে অসতর্ক, সুতরাং এই লড়াইয়ের জন্য কোন শাস্তি হইবে না। অবশ্য ইহা বেআদবী, ধৃষ্টতা এবং একগুঁয়েমী হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক গোঁয়ার লোক এমন আছে যে, হাকীমের সামনেও অনর্থক কথা বলিয়া ফেলে এবং হাকীম তাহাদের স্বল্প বুদ্ধির প্রেক্ষিতে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিবেক তো তাহাকে ধৃষ্টতাই মনে করিবে।

স্ত্রীজাতির বাচালতাঃ এ সম্পর্কে একটি ঘটনা স্মরণ হইয়াছে। এক তহ্‌সীলদারের বাড়ীতে জনৈক গেঁয়ে স্ত্রীলোক এবং তাহার সঙ্গে একটি বালক আসিল। তহ্‌সীলদার জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! এই ছেলেটি তোমার কি হয়? সে বলিল, "হুযূর, এইটি আমার সতাই বেটা।" তহ্‌সীলদার বলিলেন, "সতাই বেটা কাহাকে বলে?" সে উত্তর করিল, মনে করুন, আপনার পিতার মৃত্যুর পর আপনার মাতা আমার পাণি গ্রহণ করিলেন এবং আপনি তাহার সহিত আমার গৃহে গেলেন। এমতাবস্থায়, আপনি আমার সতাই ছেলে। তহ্‌সীলদার ইহা শুনিয়া নীরব হইয়া গেলেন। এইরূপ মেয়েলোকেরা বড়ই মুখরা হইয়া থাকে, তাহাদের মুখ হইতে অনেক সময় এই শ্রেণীর কথা নির্গত হইয়া থাকে। কোন সময় আমি তাহাদিগকে টুকিলে উত্তর দিয়া থাকে, আমাদের কল্পনায়ও কোন সময় উদয় হয় নাই যে, এই কথা ধৃষ্টতাজনক হইতে পারে। তাহাদের কথা সত্য এবং এই কারণেই আশা করা যায় যে, তাহারা ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। তথাপি ইহা বেআদবী ও মূর্খতা বলিয়া অবশ্যই গণ্য হইবে। এই শ্রেণীর কথা শুনিয়া আমার খুবই ঘৃণা ও ভয় হয় এবং দর্শকরা অবাক হইয়া পড়েন যে, ইহা তো এমন কিছু দূষণীয় নহে? আবার তাহাদিগকে দোষ ধরিয়া বুঝাইয়া দিলে কোনই ফল হয় না; বরং বাক-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে।

এই শ্রেণীর কথা আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের মুখে কখনও আসে না। তাঁহাদের উপর যত বিপদই আসুক না কেন, সকল অবস্থাতেই তাঁহারা ছবর ও শোকর করিয়া অদৃষ্টের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুক্‌রা হযরত ইব্‌রাহীমের এন্তেকাল হইলে হুযূর (দঃ) কেবল অশ্রুনেত্রে এতটুকু বলিয়াছিলেনঃ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ "হে ইব্‌রাহীম! তোমার বিয়োগে আমরা দুঃখিত।" এমন খেদ করেন নাই। ইহার বয়সই আর কত হইয়াছিল! সে দুনিয়ার কিই-বা দেখিয়াছে!! বৃদ্ধকালে আমাকে এই শোকাগুনে দগ্ধ হইতে হইল!!! এ সমস্ত উক্তির প্রকাশ্য অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইহা একটি অসঙ্গত ব্যাপার ঘটিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যেন (নাউযুবিল্লাহ্) অসঙ্গত কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। আরও বিচিত্র এই যে, তাহাদের মধ্যেকার জ্ঞানীরা তাহাদিগকে বাধাও দেয় না। এই কারণেও আমি মেয়ে-লোকদের সমাবেশ পছন্দ করি না। এই সমস্ত ত্রুটি তাহাদের সমাবেশের কারণেই হয়।

দেখুন, আপনাদের সম্মুখে যদি কেহ আপনাদের পিতাকে মন্দ বলিতে আরম্ভ করে, তবে আপনাদের নিকট তাহা অসহনীয় হইবে না কি? এইরূপে আপনাদের মধ্যেও মর্যাদাবোধ থাকা উচিত। জ্ঞানীদের সম্মুখে কেহ অশোভন উক্তি করিলে তৎক্ষণাৎ ধমকাইয়া দেওয়া উচিত, "সাবধান! কি বলিতেছ? এই জাতীয় কথা পুনরায় মুখে আনিও না"

ইহার কারণ—তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত নাই। অন্যথায় এমন উক্তি কখনও মুখে আনিত না। দেখুন, স্নেহের পুত্র যদি কোন বস্তু নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহার কোন পরোয়াই আপনারা করেন না। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাহাদের মনে কিছুমাত্র মহব্বত থাকিলেও তাহারা বলিতঃ "সহস্র পুত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোরবান হউক।" ইহার প্রমাণস্বরূপ মনে করুন, কোন মেয়েলোকের পুত্র টাকা হারাইয়া ফেলিলে যদি মেয়েলোকটি পুত্রকে মারধর করে, তবে লোকে তাহাকে বলে, "মেয়েলোকটি কেমন নিষ্ঠুর! সে পুত্রের চেয়ে টাকা-পয়সাকেই অধিক ভালবাসে।" অনুরূপ এখানেও মনে করুন। সন্তান বিয়োগে এবম্বিধ ধৃষ্টতামূলক উক্তি করিলে মনে করিবেন, মৃত সন্তানের মাতা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের মহব্বত মৃত ব্যক্তির জন্যই বটে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কোন মহব্বত নাই।

এক স্ত্রীলোকের বাপ, ভাই ও ছেলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে গিয়াছিল। যোদ্ধৃগণের প্রত্যাবর্তনের সময়ে সে যুদ্ধের খবর লইবার জন্য মদীনার বাহির প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। জনৈক আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, "তোমার বাপ-ভাই সকলেই শহীদ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটি অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ "আগে বল, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জীবিত আছেন কি না?" আগন্তুক লোকেরা উত্তর করিল, "হাঁ, তিনি জীবিত আছেন।" স্ত্রীলোকটি তখন বলিলঃ "তবে আর কাহারও মৃত্যুর পরোয়া আমি করি না।"

পয়গম্বরগণের চেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার হক্ আরও অধিক। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিক মহব্বত হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহব্বত নাই, অন্যথায় এমন ধৃষ্টতা ও বেআদবীমূলক উক্তি মুখে তো দূরের কথা, মনেও আসিত না। অস্ত্রোপচারক অস্ত্রোপচার আরম্ভ করিলে যেমন কেহ এরূপ অভিযোগ করে না যে, "তুমি কেমন মানুষ হে? আমার দেহ হইতে এত রক্ত ও পুঁজ বাহির করিয়া দিলে" যদি বলে, তবে বুঝিতে হইবে যে, লোকটি অস্ত্রো-পচারে সম্মত ছিল না।

কোন কোন মেয়েলোক বলিয়া থাকে, "আপনি যাহাকিছু বলিতেছেন, তাহা বুযুর্গ লোকের কাজ। আমরা দুনিয়াদার, আমাদের দ্বারা তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?" আমি বলি, তোমাকে

www.BANGLAKITAB.com

বুযুর্গ হইতে কে নিষেধ করিয়াছিল? তুমি বুযুর্গ হইয়া যাও। তুমি দুনিয়াদার কেন সাজিতেছ? রূহ্‌কে খাদ্য প্রদান কর, এমনিই বুযুর্গ হইয়া যাইবে। রূহের খাদ্য—আল্লাহ্‌র নাম লওয়া, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করা এবং মৃত্যুকে স্মরণ করা। এ সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে থাক, তখন দেখিবে দুই সপ্তাহেই কোথা হইতে কোথায় পৌঁছিয়াছ। তোমরা তো অহরহ দুনিয়ার চিন্তাই করিতেছ। যেমন, গর্তে অবস্থানকারী জন্তু মূত্রে অবস্থানকারী ব্যাঙ মলমূত্রই ভক্ষণ করিয়া থাকে। সে কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবে সমুদ্র কেমন বস্তু? (কূপের ব্যাঙ কি করিয়া সমুদ্রের খবর রাখিবে?) তোমাদের সারাজীবনই দুনিয়ার ধ্যান-চিন্তায় কাটিয়াছে। কেহ উপদেশ প্রদান করিলেও তাহার সহিত তর্ক বাধাইয়াছ। যেমন, উক্ত মলমূত্রে অবস্থানকারী ব্যাঙকে কেহ পরিষ্কার পানি দ্বারা ধুইয়া দিলেও সে চেঁচাইতেই থাকে।

এক মেথর আতর বিক্রেতাদের মহল্লায় গিয়াছিল। আতরের সুগন্ধি তাহার নাকে প্রবেশ করিতেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কেননা, সুঘ্রাণ গ্রহণের সুযোগ তাহার জীবনে কখনও ঘটে নাই। তাহার সারাজীবন পায়খানা বহন করিয়াই কাটিয়াছে। কেহ তাহার নাকের কাছে 'লাখ-লাখ' নামক তীব্র সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য আনিয়া ধরিল। কেহবা তাহার নাকে আতর লাগাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতে তাহার সংজ্ঞাহীনতা বাড়িল বৈ কমিল না। ইতিমধ্যে তাহার ভাই আসিল এবং অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকদিগকে বলিলঃ আপনাদের এই প্রচেষ্টায় কোনই ফল হইবে না। আপনারা ক্ষান্ত হউন, আমি ইহার চিকিৎসা করিব। একথা বলিয়াই সে কোন স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পায়খানা আনিয়া তাহার নাকে লাগাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মেথর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে পায়খানার ন্যায় অপবিত্র পদার্থ খাইতে খাইতে দুনিয়াদারদের বাস্তব জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। সুতরাং সুগন্ধময় কথা তাহাদের পছন্দ হইবে কেমন করিয়া?

সংসারানুরাগের তত্ত্বকথাঃ সংসারানুরাগের অপবিত্রতা এতই খারাপ যে, সংসারানুরাগী লোকের মধ্যে থাকিয়া ধর্মপ্রাণ লোকও পরিবর্তিত হইয়া যায়। আমার মতে এই শ্রেণীর মেয়ে-লোকেরা যেখানে একত্রিত হয়, তাহাদের কথাবার্তার প্রতি কর্ণপাতই করিও না, অন্যথায় অবস্থা দুই প্রকার হইতে পারে। (১) তুমি তাহাদের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিলে বিপদ বাধিতে পারে। (২) ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া শুনিতে থাকিলে তোমার স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া তাহাদের ন্যায় হইবে।

এ কথায় আমার একটি ঘটনা মনে পড়িল, জনৈক আতর ব্যবসায়ীর কন্যা চর্ম ব্যবসায়ীর বাড়ীতে বিবাহিতা হইল। আতরের গুদাম হইতে বাহির হইয়া চামড়ার দুর্গন্ধ তাহার সহ্য হইবে কেন? নিজের প্রকৃতির উপর বল প্রয়োগ করিয়া নীরবে এক স্থানে বসিয়া থাকিত। থাকিতে থাকিতে ক্রমশ দুর্গন্ধের সহিত অভ্যস্ত হইয়া পড়িল! শাশুড়ী একদিন বলিলঃ "এই বধূ কোন কাজেরই নহে, সর্বদা বসিয়াই থাকে।" ইহাতে বধূ উত্তর করিলঃ "আমার দ্বারা আর কিছু না হইলেও এমন মহৎ কাজ হইয়াছে যে, আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাড়ীর দুর্গন্ধ ক্রমশ বিদূরিত হইয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে দুর্গন্ধ বিদূরিত হয় নাই; বরং সে দুর্গন্ধের সহিত অভ্যস্ত হইয়াছিল। এইরূপে বদ-লোকের মধ্যে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ভাল লোকের স্বভাবও বদ হইয়া যায়। অতএব, আমি বলি, ভদ্র মহিলাগণ! এই অপবিত্র মজলিস হইতে সরিয়া পড়ুন এবং সুগন্ধময় পবিত্র মজলিসে যোগ-দান করুন, সুগন্ধে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবেন। তখন বুঝিবেন যে, এতকাল দুর্গন্ধময় মজলিসে

www.BANGLAKITAB.com

ছিলেন। এখন আপনারা সৎসঙ্গের পবিত্রতা ও সুগন্ধ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। অন্যথায় এই অভিযোগ করিতেন না এবং কামনা ও আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন না। যদি কেহ বলেন, আমরা মুখ বন্ধ করিলেও আমাদের অন্তরে এসমস্ত কথা আসিয়াই থাকে, তাহা হইতে মুক্ত হই কি প্রকারে? আসল কথা এই যে, অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য চিন্তা না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শ্রেণীর কল্পনা আসিবেই। বোতল শূন্য থাকিলে তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিবেই। বোতল বায়ুমুক্ত করিতে হইলে উহাকে পানি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিন। এক ফোঁটা পানি উহাতে ঢালিলে ঐ পরিমাণ বায়ু উহা হইতে নির্গত হইয়া যাইবে। এমন কি উহাকে পানি দ্বারা পূর্ণ করিলে সম্পূর্ণ বায়ুই বাহির হইয়া যাইবে। আপনারাও আল্লাহ্‌র যেকেরের সঞ্জীবনী পানি দ্বারা অন্তরকে পূর্ণ করিয়া দিন, তাহাতে এ সমস্ত অপবিত্র চিন্তা ও কল্পনা আপনাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারিবে না।

উহার প্রণালী এই যে, আপনাদের অন্তরে কোন দুঃখ-চিন্তা বা কামনা-বাসনা আসামাত্র স্মরণ করুন, "আল্লাহ্ পাক খুব দয়ালু এবং দাতা। তিনি আমার জন্য যখন ইহা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তখন ইহাতেই আমার মঙ্গল। দেখুন, হযরত খিযির আলাইহিস্‌সালাম বালকটিকে মারিয়া ফেলিলেন, ইহা তাহার পিতা-মাতার জন্য মঙ্গল হইয়াছিল। কেহ কেহ বলে, অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকিলে এরূপ উন্নতি হইত। মানুষ তাহা দ্বারা উপকৃত হইত, এগুলি অর্থহীন আক্ষেপ। কেমন করিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, সে জীবিত থাকিলে উপকারই হইত। ভবিষ্যতে সে কিরূপ হইত আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কে বলিতে পারে? পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধকেও আমরা দেখি, সারাজীবন ধার্মিক থাকিয়া পরিশেষে ধর্মহীন হইয়া পড়ে। সত্য পথে থাকিয়া মৃত্যু-বরণ করা বড় নেয়ামত।

আল্লাহ্‌র মহব্বতের প্রয়োজনীয়তা ঃ এ সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকে, তবে তো কোন বস্তুর সহিতই মহব্বত রাখা উচিত নহে। আমি তাহা বলি না, আমি শুধু বলিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত হওয়া উচিত। এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ "আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" শুধু 'প্রিয়' বলেন নাই, ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত হওয়া উচিত। এই অর্থ নহে যে, কোন বস্তুর সহিত মহব্বতই না হউক। যাহার পুত্র একটি পয়সা হারাইয়া ফেলে, পয়সার জন্য মহব্বত আছে বলিয়া মনে কষ্ট হয় বৈকি; কিন্তু সে উহার পরোয়া করে না। কেননা, তাহার মনে পয়সার মহব্বতের চেয়ে পুত্রের মহব্বত অধিক।

দেখুন, সূর্যের উদয়ে আকাশের নক্ষত্রের অস্তিত্ব লোপ পায় না বরং বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সূর্যের কিরণ অতি প্রখর বলিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হয় না। এইরূপে হৃদয়ে এশকে এলাহীরূপ সূর্য উদিত হইলে অন্যান্য পদার্থসমূহের মহব্বত নক্ষত্রের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক পদার্থের স্বাভাবিক মহব্বত অন্তরে বিদ্যমান থাকে; বরং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ পার্থিব প্রয়োজনীয় পদার্থকে তোমাদের চেয়ে অধিক ভালবাসেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহব্বত তদপেক্ষা অধিক প্রবল থাকে। অনুরূপভাবে কেহ কষ্টে পতিত হইলে তাঁহারা অধিক অস্থির হইয়া থাকেন। দুঃখীর দুঃখে অধিক দুঃখিত হইয়া থাকেন। কেননা, তাঁহাদের হৃদয় অত্যধিক কোমল, কাজেই কাহারও কষ্ট তাঁহারা দেখিতে পারেন না, সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া পড়েন।

www.BANGLAKITAB.com

একদা জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার দুই পৌত্র হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) আসিলে তিনি খোৎবা বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) হুযূরের এত অধিক প্রিয়া ছিলেন যে, দুনিয়ার কাহারও স্ত্রী তাহার নিকট তত প্রিয় নহে। কিন্তু হযরত আয়েশা বলেন ঃ فَاذَا نُوْدِىَ قَامَ كَاَنَّهٗ لَا يَعْرِفُنَا "যখন নামাযের আযান দেওয়া হইত, তখন এমনভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেন যেন আমাদিগকে তিনি চিনেনেই না।"

সারকথা এই যে, দুনিয়ার কোন পদার্থই ভালবাসার যোগ্য নহে। এই কারণেই আল্লাহ্ পাক দুনিয়াবী পদার্থসমূহের এমন দোষ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ব্যাপক এবং প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে। অর্থাৎ, তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহা ধ্বংসশীল, কাজেই উহা আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য নহে।

এই অংশটি সম্বন্ধে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, গতকাল তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে বর্ণনা আসিয়া গিয়াছে। এখন আমি অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্য দ্বিতীয় অংশটি সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছি।

স্থায়ী পদার্থ ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ "যাহাকিছু আল্লাহ্র নিকট আছে তাহা স্থায়ী।" আয়াতের প্রথম অংশ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ "তোমাদের নিকট যাহাকিছু আছে তাহা নশ্বর।" ইহা প্রকাশ্যেই অনুভূত হইতেছে, গতকাল একজন মরিয়াছে আজ আর একজন মরিয়াছে ইত্যাদি। ইহা বুঝিবার জন্য ঈমানদার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নাই। মু'মিন-কাফের নির্বিশেষে সকলেই চোখের সামনে ধ্বংস ও পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যাহা আছে তাহা অবিনশ্বর,' ইহা ঈমানদার ভিন্ন অপর কেহ বিশ্বাস করিবে না। ঈমানদার আল্লাহ্র কালাম সত্য বলিয়া মনে করিবে এবং বিশ্বাস করিয়া লইবে যে, আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে তাহা স্থায়ী ; বরং এখানে অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহা হইল, আল্লাহ্ পাকের নিকট যাহা-কিছু আছে সে বস্তুর সহিত মনের সম্পর্ক স্থাপন কর। ইহা হইতে একটি ব্যাপক নীতি আবিষ্কৃত হইল। "যে বস্তু স্থায়ী ও অবিনশ্বর তাহাই ভালবাসার যোগ্য।" এই উক্তিটি দুনিয়াদারগণেরও স্বীকার্য, স্থায়িত্বকে তাহারাও ভালবাসার ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। মনে করুন, আমাদের অধীনে দুইটি বাড়ী আছে। একটি কিছুদিনের ব্যবহারের জন্য আরিয়ত (ধার নেওয়া) এবং অপরটি হেবা-সূত্রে আমরা মালিক। কিন্তু উভয় বাড়ীরই ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ভাঙ্গাচুরা ও শোচনীয় অবস্থা। দেওয়াল ভাঙ্গা, কড়িকাঠগুলি পড়িয়া গিয়াছে। উভয় বাড়ীই মেরামতের প্রয়োজন। এক হাজার টাকা মোরামতের জন্য বরাদ্দ করা হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, এক হাজার টাকা আরিয়ত নেওয়া বাড়ীতে ব্যয় করা হইবে, না মালিকানা স্বত্বের বাড়ীতে? বলাবাহুল্য, প্রত্যেক জ্ঞানীই পরামর্শ দিবেন যে, যাহা নিজের বাড়ী তাহাতেই টাকা ব্যয় করা হউক। কেননা, উহা আমাদের হাতে স্থায়ী থাকিবে। পক্ষান্তরে আরিয়তের বাড়ীটি হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে। তাহাতে টাকা নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং বুঝা গেল, সেই বস্তুতেই চেষ্টা-যত্ন করা এবং টাকা-পয়সা ব্যয়

www.BANGLAKITAB.com

করা উচিত যাহা নিজের হাতে স্থায়ী থাকিবে। যদিও সে স্থায়িত্ব কেবল কল্পনার স্তরেই আছে। আর যে বস্তু নিজের হাতে স্থায়ী থাকিবে না; বরং অতিসত্বর হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে, তাহাতে যদি কেহ নিজের চেষ্টা-যত্ন ব্যয় করে, তবে তাহাকে বেওকুফ ছাড়া কিছুই বলা যায় না।

যেমন, কোন ব্যক্তি এক রাত্রির জন্য কোন হোটেলে বিশ্রাম গ্রহণ করিল। সে পুত্র পরিবারের জন্য হাজার টাকা উপার্জন করিয়া আনিয়াছিল। ঘটনাক্রমে হোটেলে তাহার জন্য যে কামরা নির্ধারিত হইয়াছে, উহা বাসের অনুপযোগী দেখিয়া রাজমিস্ত্রী ডাকাইয়া হাজার টাকা ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া লইল। এদিকে স্ত্রী পুত্র-পরিজনসহ প্রতীক্ষা করিতেছে—স্বামী টাকা উপার্জন করিয়া আনিবে। অথচ তিনি এমন কাণ্ড করিয়া বসিলেন! এ ব্যক্তিকে নির্বোধ বলিবেন, না বুদ্ধিমান? বলাবাহুল্য, তাহাকে বেওকুফই বলা হইবে। তবে এই ব্যক্তি বেওকুফ কেন? শুধু এই কারণে যে, ক্ষণেক পরে যাহা হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে এরূপ পদার্থে নিজের যথাসর্বস্ব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আয়ুষ্কাল অমূল্য সম্পদ ঃ আয়ুষ্কাল তো এক মহামূল্য সম্পদ, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদিগকে মূলধনরূপে দান করিয়াছেন। উহার এক একটি মিনিট সারাজগত এবং তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় পদার্থ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। মূল্যবান হওয়ার প্রমাণ এই যে, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যদি কেহ বলে, দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তোমাকে এক ঘণ্টা করিয়া সময় দেওয়া হইবে। যদি তাহার নিকট টাকা থাকে, তবে তাহা দিতে একটুও ইতস্তত করিবে না। এমন কি রাজা হইলে পূর্ণ রাজত্ব দিতেও অস্বীকার করিবে না।

কোন এক বুযুর্গ লোক এক বাদশাহ্‌কে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে বলিলেন ঃ বাদশাহ্ নামদার! আপনি যদি কোন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পাত্র-মিত্রগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং অত্যধিক পিপাসাতুর হন, অথচ তথায় পানি না পাওয়া যায়, এমন কি আপনি পানির অভাবে মরণাপন্ন অবস্থায় পতিত হন; এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি এক পেয়ালা পানি আনিয়া যদি আপনাকে বলে, অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে ইহা আপনাকে দিতে পারি। তখন আপনি কি করিবেন? বাদশাহ্ বলিলেন ঃ তৎক্ষণাৎ অর্ধেক রাজত্ব তাহাকে দান করিয়া ফেলিব।

আবার বলিলেন ঃ 'খোদা না করুন, যদি আপনার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং সমস্ত চিকিৎসকই চিকিৎসায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, আর কোনই উপায় রহিল না। এমন সময় কেহ আসিয়া যদি বলে, অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে এখনই আমি আপনার প্রস্রাব স্বাভাবিক করিয়া দিতে পারি। আপনি তাহা দিবেন কি?' বাদশাহ্ বলিলেন ঃ নিঃসন্দেহ, আমি দান করিব। তখন বুযুর্গ লোকটি বলিলেন ঃ দেখুন, আপনার রাজত্বের মূল্য এই এক পেয়ালা পানি আর এক পেয়ালা প্রস্রাব বুঝা গেল, আয়ুষ্কাল সপ্তখণ্ড পৃথিবীর রাজত্ব অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। চিন্তা করিয়া দেখুন, এই অমূল্য মূলধনকে আপনি কোথায় ব্যয় করিয়াছেন? হোটেলের কোঠা মেরামতে? হোটেলের কামরা তো কেবল দুই-এক রাত্র অবস্থানের জন্য নির্ধারিত ছিল। উহাতেই সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। এখন আপনাকে শূন্য হস্তে বাড়ী ফিরিতে হইবে। কিয়ামতের বাজারে আক্ষেপ করিতে হইবে। কবি বলিয়াছেন ঃ که بازار چندانکه آگنده تر ــ تهیدست رادل پرا گنده تر অর্থাৎ,

"বাজার যতই পণ্যদ্রব্যে সুসজ্জিত থাকিবে, রিক্তহস্ত ব্যক্তির হৃদয় ততই চিন্তান্বিত থাকিবে।"

www.BANGLAKITAB.com

আক্ষেপের পর আক্ষেপ বাড়াইবার জন্য কাফেরের সহিত এরূপ ব্যবহার করা হইবে যে, ইহাদিগকে বেহেশ্‌ত দেখান হইবে। তখন তাহাকে বলা হইবে, তুমি মু'মিন হইলে এই মনোরম বাসস্থান তোমারই হইত। ইহাতে তাহার আক্ষেপ ও অনুতাপ আরও অধিক হইবে। দুঃখের বিষয়, এখন তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না, মুসাফিরখানার কামরা মেরামতে সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ করিতেছ; বরং দুনিয়া তো মুসাফিরখানার কামরার চেয়েও অধিকতর অস্থায়ী। কেননা, মুসাফিরের অন্তত একটি রাত্রি তথায় বাস করিবার আশা আছে। দুনিয়াতে এতটুকু আশাও তো নাই। প্রতি মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন। কবি বলেনঃ شاید همیں نفس نفس واپسیں بود "সম্ভবত এই নিঃশ্বাসই সর্বশেষ নিঃশ্বাস হইতে পারে।" সুতরাং এখানে এক রাত্রির আশা করাও তো নিরর্থক। রাত্রিকালে শায়িত রহিয়াছ। হঠাৎ ভূমিকম্পে দালান-কোঠা ভূমিসাৎ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ঘুমন্ত অবস্থায় সর্পও দংশন করিতে পারে। ভুলে প্রাণসংহারক কোন ঔষধও খাইয়া ফেলিতে পার, কিংবা হঠাৎ পা পিছলাইয়া উপর হইতে নীচে পড়িয়া যাইতে পার। যদিও এরূপ ঘটনা মূলত অসংখ্য, (সর্বদা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও) কিন্তু কদাচিত ঘটিয়া থাকে। মানুষ তো দৈনিক দুইবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া থাকে। দৈনিক দুইবার খাদ্য গ্রহণ মৃত্যুর পূর্ণ উপকরণই বটে। কেননা, গলদেশে দুইটি নালী আছে। একটি খাদ্যবাহী এবং অপরটি শ্বাস-প্রশ্বাসবাহী। দেখুন, প্রত্যেক ইচ্ছাধীন কার্য প্রথমতঃ কল্পনা করা হয়, অতঃপর সংঘটিত হয়। আপনারাই বলুন, আপনার খাদ্য গলাধঃকরণকালে ডান দিকের নালী দিয়া প্রবেশ করে, না বাম দিকের নালী দিয়া? আপনারা কেহই তাহা বলিতে পারেন না। অতএব, বুঝা যায়, গলাধঃকরণ করা তো নিজের ইচ্ছাধীন। কিন্তু নির্দিষ্ট নালী দিয়া গিলিয়া ফেলা ইচ্ছাধীন নহে। সুতরাং যদি খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিয়া যায়, তবে তাহা রোধ করার কি ক্ষমতা আপনার আছে? অতএব, দুই বেলা আহারের সময় আপনি এমন কার্য করিয়া থাকেন, যাহাতে ভুল হওয়ামাত্র আপনার মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করাও কেমন বিপজ্জনক? যদি কোন 'খেয়ালী' ব্যক্তি কল্পনা করে যে, খাদ্যদ্রব্য শ্বাসবাহী নালীতে প্রবেশ করিলে মৃত্যু অনিবার্য, তবে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করাই তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। বস্তুত সময় সময় এরূপ হইলে প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়ে; বরং খাদ্যদ্রব্য বিপথে যাইয়া কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও দেখা গিয়াছে।

যদি ভালয় ভালয় গিলিয়াও ফেলা হয়, তথাপি ইহা একটি বিপজ্জনক কাজ সন্দেহ নাই। যদিও আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয় না, মূলত ইহাও অতি বিপদসঙ্কুল। কেননা, যাহা গলাধঃকরণ করা হইল উহা আপনার সমজাতীয় নহে। পাকস্থলীতে যাইয়া হজম নাও হইতে পারে। তখন আপনি উহাকে বাহির করিয়া ফেলার জন্য চিন্তিত হইবেন। যদি ঘটনাক্রমে তাহা বাহির না হয় এবং পাকস্থলীতে, মূত্রাশয়ে গিয়া মূত্র নালীতে পাথরি উৎপন্ন হয়, তবে বলুন, এমতাবস্থায় নিজের হাতে মৃত্যুর উপকরণ প্রস্তুত করেন কিনা? অদৃষ্টক্রমে আমরা রক্ষা পাই বটে; কিন্তু মৃত্যুর উপকরণ যোগাইতে আমরা মোটেই ত্রুটি করিতেছি না। এত উপকরণ সত্ত্বে যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয়, তবে মৃত্যু মোটেই বিচিত্র নহে; বরং জীবিত থাকাই বিস্ময়কর ব্যাপার।

সংসার ও সংসারী লোকের দৃষ্টান্ত ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দুনিয়ার বিষয় বর্ণনা করিতেছেনঃ مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا اِنَّمَا مَثَلُ رَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ بِشَجَرَةٍ

www.BANGLAKITAB.com

"দুনিয়ার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? আমার দৃষ্টান্ত তো এইরূপ, যেমন কোন অশ্বারোহী পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং বিশ্রাম গ্রহণের নিমিত্ত এক বৃক্ষের নীচে ক্ষণেককাল অবস্থান করে। শ্রান্তি দূর হইলে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া নিজের গন্তব্য পথে চলিতে থাকে।"

দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেন বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণকারী ব্যক্তি উহার ডাল বাঁকা দেখিয়া করাতি ডাকাইয়া উহাকে সোজা করিতে নিজের সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ করিয়া ফেলে। দুনিয়াতে মজিয়া থাকা উহার জন্য প্রাণদানের মতই বটে ; এক বুযুর্গ লোক দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বর্ণনায় বলিয়াছেন ঃ

در رہ عقبی است دنیا چوں پلے ـ بے بقا جائے وویراں منزلے

অর্থাৎ, "আখেরাতের পথে দুনিয়া পুলের মত। ইহা একটি ধ্বংসশীল স্থান এবং একটি ভগ্ন বাড়ী।"

পুলের উপর দিয়া গমনকালে মানুষ থামেও না। কিন্তু হুযূর (দঃ) যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, উহাতে সমস্ত চিহ্নের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেননা, বৃক্ষের নীচে পৌঁছিলে পথিক কিছু আরাম পায়। কিন্তু পুলে তাহা পাওয়া যায় না। দুনিয়া বৃক্ষের ছায়ারই ন্যায় বটে। কেননা, দুনিয়াতে কিছু আরাম আছে। এতদ্ভিন্ন বৃক্ষ এমন বস্তুও বটে, যাহার সবলতা ; সতেজতা ও সরসতা দেখিয়া পথিক উহার নীচে নিজের মূল্যবান সময়ের এক বড় অংশ কাটাইয়া দেয়। এইরূপে দুনিয়াও সুজলা-সুফলা এবং শস্য-শ্যামলা বলিয়া মনে হয়, পক্ষান্তরে পুলের মধ্যে এ সমস্ত তুলনা নাই। মোটকথা, দুনিয়াকে আখেরাতের পথে পুলই বলুন আর ছায়াদার বৃক্ষই বলুন, দুনিয়া মন লাগাইবার যোগ্য পদার্থ নহে, বরং মন লাগাইবার ভিত্তি স্থায়িত্ব এবং স্থায়িত্ব শুধু সেসমস্ত পদার্থের আছে যাহা আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্র নিকটস্থিত পদার্থের প্রতিই মনকে আকৃষ্ট করা উচিত।

আখেরাতের নেয়ামতসমূহ ঃ আখেরাতের নেয়ামতসমূহকে "আল্লাহ্র নিকটস্থিত" বলার মধ্যে কয়েকটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব রহিয়াছে। (১) যাহাকিছু আল্লাহ্র কাছে থাকিবে, কেহ উহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, পক্ষান্তরে পার্থিব নেয়ামতের জন্য সর্বদা এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, খোদা জানেন কখন ইহা হাতছাড়া হইয়া যায়। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকটস্থ অর্থাৎ, আখেরাতের নেয়ামত সরকারী তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, কাজেই উহা নিরাপদে থাকিবে। এই হিসাবেও আখেরাতের নেয়ামতই একমাত্র কাম্য। (২) আখেরাতের নেয়ামত আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন কেহ উহা পাইতে পারিবে না এবং নেক কাজ ভিন্ন আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং নেক আমল ব্যতীত কেহ আখেরাতের নেয়ামতের আশা করিতে পারে না। যেমন, রাজ-ভাণ্ডারের সরকারী পাহারায় রক্ষিত বস্তু পাইতে প্রথমে খোশামোদ-তোষামোদ দ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া লইতে হয়। অতঃপর রাজা কোষাধ্যক্ষের নামে অনুমতিপত্র লিখিয়া দিলে সে তাহা পাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন রাজ-ভাণ্ডারের বস্তু পাওয়ার অন্য উপায় নাই। (৩) "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যাহা আছে" বলিতে কেবলমাত্র আখেরাতের নেয়ামতই বুঝান হইয়াছে। কেননা, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহও যদ্যপি মুখ্যভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই স্বত্বাধীন, তথাপি গৌণভাবে আরিয়তস্বরূপ ইহার সহিত আমাদেরও সম্পর্ক রহিয়াছে। কাজেই مَا عِنْدَ كُمْ বাক্যে কেবল দুনিয়ার নেয়ামত এবং مَا عِنْدَ اللّٰهِ বাক্যে কেবল আখেরাতের নেয়ামতই বুঝান হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

সারকথা এই যে, আখেরাতের নেয়ামতই কাম্য হওয়ার যোগ্য, উহা লাভ করার চেষ্টা কর। ইহা নিশ্চিত যে, আখেরাত যাহার কাম্য হয়, ওৎপ্রোতভাবে সে নিজের জন্য এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ইহলোকে থাকা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র সন্নিধানে থাকাই অধিক পছন্দ করিবে।

মনে করুন, দুই ব্যক্তি ভ্রমণে বাহির হইয়া নানাবিধ কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করিতেছে। তাহাদের একজনকে তৎকালীন বাদশাহ্ ডাকিয়া বলিলেনঃ তোমার ভ্রমণের মেয়াদ পূর্ণ হইয়াছে, এখন তুমি শান্তি গ্রহণের নিমিত্ত আমার কাছে চলিয়া আস। অপর ব্যক্তি সঙ্গীর বিচ্ছেদ সংবাদে কিছু দুঃখিত হইলেও এই ভাবিয়া আনন্দিত হইবে যে, ভালই হইল, বন্ধু নিজের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেল এবং নিজেও আকাঙ্ক্ষী থাকিবে—কোনদিন আমারও সফরের মেয়াদ পূর্ণ হইবে এবং আমিও বাদশাহের খেদমতে যাইয়া পৌঁছিতে পারিব। হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) জনাব হাফেয শহীদ (রঃ) সম্বন্ধে "মাসনবী তোহ্‌ফাতুল ওশশাক" কিতাবে একটি কবিতা লিখিয়াছেনঃ

جو كه نورى تهے گئے افلاك پر ـ مثل تلچهٹ ره گيا ميں خاك پر

"যিনি ছিলেন জ্যোতির্ময় তিনি আসমানে চলিয়া গিয়াছেন। তেলের গাদের ন্যায় আমি মাটিতে রহিয়া গেলাম।"

আর আমাদের অবস্থা এই যে, নিজে মৃত্যুর কামনা করা তো দূরের কথা, অপরের মৃত্যুতেও দুঃখ এবং আক্ষেপ করা হয় এবং মনে করা হয় যে, মৃত্যু সঙ্গত হয় নাই। আমরা মৃত্যুর কামনাই বা কোন্ মুখে করিব? যাহার নিকট প্রচুর নেক আমল আছে সে ব্যক্তি মৃত্যুর কামনা করিতে পারে। এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, তবে যাহারা মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে, তাহারা কি নিজেদের নেক আমলের উপর নির্ভর করে?

নেক আমলের বিশেষত্বঃ নেক আমলের উপর কাহারও ভরসা থাকা উচিত নহে। মৃত্যুর কামনা যাঁহারা করেন তাহারা কখনও নিজেদের নেক আমলের ভরসা করেন না, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পদার্থে এক বিশেষত্ব রাখিয়াছেন। নেক আমলের বিশেষত্বই এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎলাভের জন্য মনে আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। যদি এই সম্ভাবনাও থাকে যে, আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইলে পাপের জন্য শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কামনায় সে দুনিয়ার সুখ-শান্তি অপেক্ষা আখেরাতে শাস্তি ভোগই শ্রেয় মনে করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানই মরিয়া স্বীয় প্রভুর সহিত মিলিত হয়। এই মিলনেই সেই আনন্দ। কাজেই সে আযাবের পরোয়া করে না এবং সেই মিলনানন্দের আশায় ইহলোকে মন বসে না। اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ "দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার" কথার অর্থ ইহাই বটে। ইহলোকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে লিপ্ত আছেন বলিয়া তাঁহারা মৃত্যু কামনা করেন না; বরং জেলখানার ন্যায় ইহলোকে তাঁহাদের মন বসে না বলিয়াই মৃত্যুর প্রত্যাশী থাকেন। এখানে থাকিতে চান না। সাধারণত কুঁড়েঘর হইলেও নিজের বাসস্থানেই মানুষের মন বসে। কাজেই ইহলোকে তাঁহাদের মন না বসার কারণ দুঃখ-কষ্ট নহে। ইহা নেক আমলের ফল। যাঁহার নেক আমল যত বেশী হইবে, দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ তাঁহার মনে তত অধিক হইবে।

আমাদের হযরত হাজী ছাহেব কেবলার মধ্যে এই অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হইত। তাঁহার একটি ঘটনা আমার স্মরণ হইল, এক বৃদ্ধ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "হুযূর, আমার স্ত্রীর মরণাপন্ন

www.BANGLAKITAB.com

অবস্থা, তাহার আরোগ্যের জন্য দো'আ করুন।" তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ "দেখ, লোকটির বুদ্ধি কত অল্প! একজন মুসলমান কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে, আর এই ব্যক্তি তাহার জন্য আফসোস করিতেছে!" আবার তাহাকে বলিলেন, "বড় মিঞা! তুমিও এখান হইতে মুক্তি লাভ করিবে।" আমি মনে মনে বলিলাম, বুড়া লোকটি স্ত্রীকে ভাল করিবার জন্য আসিয়াছিল, হযরত স্বয়ং তাহার মৃত্যুর সুসংবাদ শুনাইয়া দিলেন। সারকথা এই যে, মু'মিন লোক নেক্ আমল করিলে তাহার হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎলাভের কামনা অবশ্যই করিবে।

মনে করুন, দুই জন তহ্সীলদারের মধ্যে একজন ঘুষখোর, যালেম এবং কাচারীতে অনুপস্থিতও থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অপরাধমূলক বহু কাজও করে! অপরজন সৎস্বভাব, কাহারও প্রতি অত্যাচার করেন না, ঘুষও গ্রহণ করেন না। খুব সাবধানতার সহিত নিজের কর্তব্য সমাধা করিয়া থাকেন। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী তাহাদের উভয়কে কার্য পরীক্ষার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন, এই সংবাদ শুনিয়া ঘুষখোর, অত্যাচারী তহ্সীলদার অবশ্যই ঘাবড়াইয়া যাইবে এবং কামনা করিবে যে, কোন প্রকারে পরিদর্শনের দিন যেন পিছাইয়া যায়। কিন্তু অপরজন এই সংবাদে আনন্দিত হইবেন। ভালই হইল—সময় আসিয়া গেল। হাকীম সন্তুষ্ট হওয়ার পরোয়ানা পাইলাম। যদিচ হাকীমের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য মনে ভয়ও থাকে।

ইবনুল কাইয়্যেম একটি হাদীস লিখিয়াছেন। উহার সারমর্ম বলিতেছিঃ "আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তোমার বিশ্বাস এবং ধারণা নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত তোমার মৃত্যু হওয়া উচিত নহে।" তিনি বলিলেনঃ ইহার অর্থ হইল, নেক্ আমল কর। কেননা, নেক্ আমল করিতে থাকিলেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সুষ্ঠু ও নিখুঁত ধারণা উৎপন্ন হয়। এই নেক্ আমলই আল্লাহ্ তা'আলার নিকটস্থ নেয়ামতসমূহকে ভালবাসার উপায়। ইহার ফলে তোমার নিজের এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে বাস করা অধিক পছন্দনীয় হইবে। এই বিষয়টি আমি বহু কষ্টে এবং চেষ্টায় প্রমাণ করিলাম।

আর এক বেদুইন ব্যক্তি দুইটি কবিতায় তাহা সহজে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। হুযূর (দঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এন্তেকাল হইলে তৎপুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়েন। এক বেদুইন আসিয়া মাত্র দুইটি কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

اِصْبِرْ نَكُنْ ۞ بِكَ صَابِرِيْنَ فَاِنَّمَا ـ صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّاسِ

خَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ اَجْرُكَ بَعْدَهٗ وَ اللهُ خَيْرٌ مِّنْكَ بِالْعَبَّاسِ

"আপনি ছবর করুন, আপনার ছবর দেখিয়া আমরা ছবর করিব। কেননা, মনিবের ছবরের পরেই প্রজাবৃন্দের ছবর আসিয়া থাকে। (বড়দের উচিত ছোটদের সম্মুখে শোক-দুঃখের আলোচনা না করা। আজকাল বড়দের অবস্থা এই যে, তাহারা ছোটদের আগেই শোক-তাপ আরম্ভ করিয়া দেয়।) আপনি হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর মৃত্যুতে শোকাতুর কেন হইয়া পড়িয়াছেন? আপনি আব্বাস অপেক্ষা উত্তম বস্তু সওয়াব লাভ করিতেছেন। আর যদি এ কারণে ব্যথিত হইয়া থাকেন যে, আব্বাস (রাঃ) আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, তবে মনে রাখিবেন, আব্বাস (রাঃ) আপনার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। খুশী থাকুন, শোকর করুন, তিনি উত্তম স্থানে পৌঁছিয়াছেন।" হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এই বেদুইনের চেয়ে

www.BANGLAKITAB.com

অধিক সান্ত্বনা আমাকে কেহ দান করিতে পারে নাই। তৎকালীন গেঁয়ো অশিক্ষিত লোকের অবস্থাও এইরূপ ছিল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাঁহাদের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেবের ভগ্নি হজ্জে গিয়াছিলেন। বহুদিন যাবৎ তাঁহার কোন শুভ-সংবাদ না পাইয়া মন অস্থির ছিল। মোরাকাবায় বসিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে এক বিরাট দফতর আসিয়া উপস্থিত। উহাতে নক্‌শা ও ঘর আঁকা রহিয়াছে। এক ঘরে লেখা আছে 'আল্-আমেল', দ্বিতীয় ঘরে 'আল-আমল', তৃতীয় ঘরে 'আল্-জাযা'; আর উহাতে সহস্র নাম লিখিত রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া যে ঘরে 'আল্-আমল' লিখা আছে তথায় তাঁহার ভগ্নির নাম পাইলেন।

'আল্-হজ্জ' এবং 'আল্-জাযার' ঘরে লিখিত আছেঃ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

"শক্তিশালী আল্লাহ্ তা'আলার সন্নিধানে উত্তম বাসস্থানে রহিয়াছেন।" ইহাতে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ভগ্নি হজ্জক্রিয়া সমাপনের পর এন্তেকাল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সন্নিধানেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং সান্ত্বনা পাইলেন। অবশ্য পরে তিনি জীবিত আছেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হইল, মৃত্যুর ধারণায় তিনি বিচলিত হন নাই। আল্লাহ্ওয়ালা লোকেরা প্রিয়জনের জন্য নিজের কাছে থাকা অপেক্ষা আল্লাহ্র কাছে থাকাই অধিক পছন্দ করেন এবং আনন্দিত হন। বুযুর্গ লোকেরা মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মানত করিতেছেনঃ

نذر کردم که گر آید بسر این غم روزے ـ تا در میکده شاداں و غزلخواں بروم

"আমি মানত করিয়াছি যে, মৃত্যুর দিন আসিলে আনন্দ-চিত্তে মিলনের গান গাহিতে গাহিতে মাহ্বুবের দরবার পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিব।"

মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাঃ কোন বুযুর্গ লোক স্বীয় জানাযার সহিত গযল পাঠ করিয়া যাওয়ার জন্য ওসিয়ত করিয়াছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা এই গযলটি পাঠ করিতে করিতে আমার জানাযার অনুসরণ করিওঃ

مفلسانیم آمده در کوئے تو ـ شیئا لله از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما ـ آفریں بر دست و بر بازوئے تو

"আমরা রিক্তহস্তে আপনার দরবারে আসিয়াছি, আপনার মহিমাময় জাতের কিছু ছদকা দান করুন। আমাদের ঝুলির প্রতি হস্ত প্রসারিত করুন, আপনার হাত এবং বাহুকে ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ।" বলাবাহুল্য, ইহা বড়ই প্রশান্ত মনের কথা। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা মৃত্যুকে জীবনের উপর প্রাধান্য দান করিতেন। তদুপরি দেখুন, কোন কোন বুযুর্গ লোক মৃত্যুর পরেও প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিলেন। হযরত সুলতানুল আওলিয়া, সুলতান নিযামুদ্দীন কুদ্দেসা সিররুহুর এন্তেকাল হইলে তাঁহার এক খলীফা তাঁহার জানাযার সহিত গমনকালে এই গযল পাঠ করিয়াছিলেনঃ

سرو سیمینا بصحرا می روی ـ سخت بے مهری که بے مامی روی
اے تماشا گاه عالم روئے تو ـ تو کجا بهر تماشا می روی

www.BANGLAKITAB.com

"হে প্রিয়! আপনি জঙ্গলের দিকে যাইতেছেন, অতিশয় নিষ্ঠুরতা যে, আপনি আমাদের ছাড়িয়া একাকী যাইতেছেন। হে প্রিয়! আপনার দীপ্তিমান মুখমণ্ডল সারাজগতের কৌতুককেন্দ্র, আপনি কৌতুক করিবার জন্য কোথায় যাইতেছেন?"

লিখিত আছে যে, কাফনের মধ্য হইতে তাঁহার হাত উঁচু হইয়া গেল, সঙ্গীয় লোকেরা গযল পাঠকারীকে নীরব করিয়া দিলেন। কাফনের মধ্যে কি ছিল?

هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد زعشق ـ ثبت ست بر جریدهٔ عالم دوام ما

অর্থাৎ, "যিনি এশকে হাকিকীর বদৌলতে আত্মিক জীবন লাভ করিয়াছেন, তিনি মরিয়া গেলেও সান্নিধ্যের পূর্ণ স্বাদে নিমগ্ন আছেন বলিয়া তাঁহাকে জীবিতই বলা উচিত।" যাঁহাকে তুমি মনে করিতেছ মরিয়া গিয়াছেন, তিনি বাস্তবিকপক্ষে সত্যিকারের জীবন লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ "বরং তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত রহিয়াছেন।"

মৃত্যুর দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালে উহাকেই জগত মনে করে। তথা হইতে নির্গত হইয়া আসিলে দেখিতে পায় এবং বুঝিতে পারে যে, আমি অতি সংকীর্ণ অন্ধকার স্থানে আবদ্ধ ছিলাম। এইরূপে যখন ইহলোক ত্যাগ করিবে তখন বুঝিতে পারিবে, বাস্তবিকই আমি জেলখানায় আবদ্ধ ছিলাম, সত্যিকারের জগত তো এইটি। অতএব, পরলোক-যাত্রী প্রকৃতপক্ষে মরে না, জীবন প্রাপ্ত হয়, ইহজগত হইতে অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু আর এক জগতে চলিয়া যায়। তোমরা যদি সেই জগত দেখিতে পাইতে, তবে মৃত ব্যক্তির তিরোধানের জন্য কখনও ক্রন্দন করিতে না; বরং তোমাদের এখানে থাকার জন্য কাঁদিতে, অবশ্য তথায় যাওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর। কোন কবি বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেনঃ

یاد داری که وقت زادن تو ـ همه خندان بودند و تو گریان
ان چنان زی که بعد مردن تو ـ همه گریان بودند و تو خندان

"তোমার স্মরণ আছে কি? তোমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সকলে হাস্যরত ছিল এবং তুমি ছিলে ক্রন্দনরত। এমনভাবে জীবিত থাক যেন তোমার মৃত্যুর পরে সকলে কাঁদিতে থাকে আর তুমি হাসিতে থাক।" আল্হামদুলিল্লাহ্, আমি জেলখানা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি, জেলখানা হইতে সদ্যমুক্ত ব্যক্তি আনন্দিতই থাকে।

দুনিয়ার জেলখানাঃ বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়া একটি জেলখানা। হাদীস শরীফে দুনিয়াকে 'সিজন' বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ কারাগার। দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার পর তাহা আর লক্ষণীয় হওয়ার যোগ্য থাকে না।

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانهٔ ـ گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانهٔ
باز گفتم حال آنکس گوکه دل دردی به بست ـ گفت با غولیست یا دیویا دیوانهٔ

"জনৈক জ্ঞানী লোককে দুনিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেনঃ দুনিয়া একটি স্বপ্ন কিংবা বায়ু কিংবা একটি অলীক কাহিনী। অতঃপর আমি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি উত্তরে বলিলেনঃ সে ব্যক্তি

www.BANGLAKITAB.com

ভূত নতুবা পাগল। দুনিয়া যখন এমনি ধরনের বস্তু, তখন এখান হইতে সরিয়া পড়ার ফেকেরেই থাকা উচিত, থাকার চিন্তা করা উচিত নহে। বিশেষত সম্মুখে কেহ মরিলে অধিকতর উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। দুনিয়ার দৃষ্টান্ত রেলগাড়ীর মত। মানুষ উহাতে উঠে আর নামে। আজ অমুক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিল, কাল সে মরিল। সচেতন করার ঘণ্টা দমে দমে বাজিতেছে। হাফেয বলেন ঃ

مرا در منزل جاناں چه امن و عیش چوں هردم ـ جرس فریادمی دارد که بر بندید محملها

"প্রিয়জনের বাড়ীতে আমার কি আনন্দ, কি আরাম, যখন প্রতিমুহূর্তে ঘণ্টাধ্বনি দেয়— আসবাব বাঁধ, প্রস্তুত হও।" অর্থাৎ, দুনিয়ার ধার লওয়া জীবনে আমি কি শান্তি পাইব? যখন মৃত্যুর তাকীদ কখনও কোন স্থানে আমাকে আরাম করিতে দেয় না। নিজের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-কুটুম্বের মৃত্যুই সেই ঘণ্টা। তথাপি আমরা এমন অসতর্কতার নিদ্রায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি যে, কোন উপদেশই গ্রহণ করি না।

অসতর্কতার চিকিৎসা ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বড় সংক্ষেপে এই অসতর্কতার চিকিৎসাপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা ধ্যান কর—দুনিয়া অস্থায়ী, ভালোবাসার অযোগ্য; আর আখেরাত চিরস্থায়ী। নিজের গোনাহ্‌সমূহ হিসাব-নিকাশ এবং কবর হইতে পুনরুত্থিত হওয়া ইত্যাদি বিষয় চিন্তা কর। যেখানে ২৪ ঘণ্টা দুনিয়ার কাজ কর, সেখানে ৫টি মিনিট এই কাজের জন্য নির্ধারিত করিয়া লও। ইন্‌শাআল্লাহ্, এই ধ্যান-চিন্তার ফলে আখেরাতের প্রতি মহব্বতের যেসমস্ত লক্ষণ এ যাবৎ বর্ণনা করিলাম, সবকিছুই উৎপন্ন হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, "অবশ্য অবশ্য আমি বিনিময় প্রদান করিব সেসমস্ত লোককে, যাহারা ছবর করে ....."

ছবরের অর্থ দৃঢ়পদ থাকা, আমাদের মধ্যে ইহারও ত্রুটি রহিয়াছে। একবার একটু নেক আমল করিলে একটু পরেই আর নাই, অর্থাৎ, স্থায়িত্ব নাই। অতঃপর বলেন ঃ "তাহাদের নেক আমলের কারণে।" অতএব, বুঝা গেল, وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ "আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা চিরস্থায়ী।"

সেই স্থায়ী নেয়ামত লাভ করিবার পন্থা নেক আমল। এখন আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। আবার সারাংশ বলিতেছি, দুনিয়া অস্থায়ী এবং আখেরাত চিরস্থায়ী হওয়ার প্রতি যেমন বিশ্বাস আছে, তদ্রূপ ধ্যান কর যেন এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া যায়। এখন দো'আ করুন আল্লাহ্ যেন আমাদিগকে নেক আমলের তাওফীক দান করেন। আমীন!!

■

হযরত থানবী (রঃ)-এর নিজ গৃহ
১৩৩১ হিজরী, ১লা রজব

—সমাপ্ত—